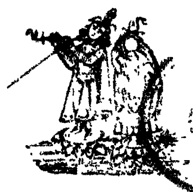
গীতি-পুষ্পাঞ্জলি।



দীন—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

প্রণীত।

মূল্য ॥০ আনা।

সন ১৩২৮ সাল।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

নিবৃত্ত-তর্ষৈরুপগীয়মানাৎ
ভবৌষধাৎ শ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তম-শ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ॥

(ভাগবত)।

গীতি-পুষ্পাঞ্জলিঃ।

দীন—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীযুক্ত পশুপতি পাল মহাশয়ের যত্নে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কোঙার
সামন্তী মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত
কর্ত্তৃক সংশোধিত।

সিংহপাড়া নিবাসী—বেহালাদার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ যশ
ওস্তাদ্‌জী কর্ত্তৃক সুরতাল সন্নিবেশিত।

চুঁচুড়া সরস্বতী প্রেসে—
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা।

মহাশয়!

আমি বিংশ শতাব্দীর একজন উন্মত্ত অশিক্ষিত ব্যক্তি। আমি সুর-তাল তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান পরিশূন্য। আমার কবিত্ব-জ্ঞান, কল্পনাশক্তির স্ফুরণ কিংবা রচন শক্তির বিকাশ কিছু মাত্র নাই। আমি তৃণাপেক্ষা হেয় এবং নগণ্য হইয়াও লেখনী ধারণ পূর্ব্বক সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়নে যে কবি-সমাজে প্রসিদ্ধি-লাভে সমুদ্যত হইয়াছি, সে কেবল পাগলের প্রলাপ অথবা বামনের চন্দ্রমা ধারণ প্রয়াসের ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। আমি যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় কোন অজ্ঞাত-শক্তির প্ররোচনায় প্রণোদিত হইয়া, কতিপয় সঙ্গীত রচনা করতঃ পাঠক-বর্গ বা গায়ক-বৃন্দের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ইহা মাদৃশ ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা বা বাতুলতা প্রকাশ মাত্র। পাগল কখন তার প্রাণের কথা প্রাণে চাপিয়া রাখিতে পারে না; তাই আজ মুক্তকণ্ঠে পাগলের প্রাণের উচ্ছ্বাস এই 'গীতি-পুষ্পাঞ্জলি' পুস্তকখানি পাঠক-বর্গের নিকট প্রকাশিত করিতে বিন্দুমাত্র ও সঙ্কুচিত হইলাম না। পরিশেষে বক্তব্য সুরতালজ্ঞ সুগায়ক পরম পূজ্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রভু রসিক চন্দ্র গোস্বামী এবং সিংহপাড়া নিবাসী স্বনাম-ধন্য কলাবিৎ বেহালাদার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ যশ মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রম-সহকারে সঙ্গীতগুলির সুর-তাল যথা-যথ সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ইহাঁদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। অদোষদর্শী সহৃদয় গুণগ্রাহী পাঠক মহোদয়গণ অধীনের ত্রুটী মার্জ্জনা করতঃ যদি বিন্দুমাত্রও আনন্দলাভ করেন, তবে আমার শ্রম সফল হইবে, অলমতি বিস্তরেণ।

বিনীত—
শ্রীরামকৃষ্ণ দাস
গ্রাম—সিংহপাড়া,
পোঃ—বলগণা,
জেলা—বর্দ্ধমান।

সন ১৩২৭ সাল
২৪শে মাঘ।

উৎসর্গ পত্র।

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরমপূজ্য গুরুদেব!

আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, আপনি স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, আপনার কৃপাবলে আপনার এই অযোগ্য শিষ্য বহু পরিশ্রমে যে সঙ্গীত-মালা প্রণয়ন করিয়াছে, আপনার অকৃত্রিম অমেয় স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই সেই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ভবদীয় শ্রীপদ-কমলে ভক্তি-সহকারে সমর্পিত হইল। নিবেদন ইতি—

চির প্রণত—
শ্রীরামকৃষ্ণ দাস,
সাং সিংহপাড়া,
জেলা বর্দ্ধমান।

সন ১৩২৭ সাল।

গীতি-পুষ্পাঞ্জলি।

রাগিণী—মিশ্র খাম্বাজ। তাল—কওয়ালি।

কাতরে করুণা কর, শতদল বাসিনী ॥
সুখদা বরদা তুমি, জ্ঞান-প্রদায়িনী ॥
প্রণমি মা তব পদে, রেখ মা সম্পদাপদে,
মন যেন থাকে পদে, বিপদ-নিবারিণী ॥
অনভিজ্ঞ তালমানে, কেমনে রচিব গানে,
অজ্ঞান সন্তানে তুমি, সর্ব্ব-জ্ঞান-দায়িনী ॥
বেদ পুরাণ আদি, না মানি নিরবধি,
হ'য়েছি অপরাধী, অপরাধ তার তারিণি ॥
যেমতি মা কালিদাসে, কৃপা করি কণ্ঠে ব'সে,
মধুর কবিতা রসে, রসনায় রস-দায়িনী—
তেমতি মা কৃষ্ণদাসে, দয়া করি নিজ দাসে,
রেখো মা পদ পাশে, ভক্তে পদ-দায়িনি ॥

রাগিণী—মালকোষ। তাল—সুরফাঁকতাল।

শম্ভুসুত গণেশ, অশেষ গুণাকর।
পার্ব্বতী প্রিয়পুত্র, গজানন লম্বোদর ॥
মূষিক বর বাহন, বালসূর্য্য বরণ,
বিঘ্নবিনাশন, ভব বিপদ্ হর ॥
ব্যালোল গণ্ডস্থল, মদগন্ধে আকুল,
ব্যাকুল মধুপ কুল, খর্ব্ব স্থূল কলেবর ॥

সুন্দর চতুষ্কর, গদা চক্রধর কর,
লেখনী-পুস্তক ধর, (ভূষণে) ভূষিত কলেবর॥
যুগ-চরণ-সরোজ, হৃদয়ে ধরি মজ,
রামকৃষ্ণ দাসের কলুষিত অন্তর॥

রাগিণী—সিন্ধুভৈরবী। তাল—রূপক।

ওরে ভ্রান্ত মন! চিন্ত অকারণ,
থাকিতে এমন ব্রাহ্মণ চরণ, সহিতে হ'বে না ত্রিতাপ-দাহন॥
এ আর্য্য বংশেতে, জনমি ভারতে, কি অভাব তোমার আছে এ জগতে,
ছাড়ি অন্য মন, ভাব সর্ব্বক্ষণ, মুক্তিদাতা এই ভূদেব ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণেরই পদ, বিপদে সম্পদ, মূঢ়ত্ব প্রকাশি, ভাব তুচ্ছ পদ,
ভেবে দেখ মন, দেব নারায়ণ, সাদরে হৃদয়ে করেন ধারণ॥
জন্মজন্মার্জ্জিত, পাতক হইতে, যদি বাঞ্ছা থাকে পরিত্রাণ পাইতে,
কৃষ্ণদাসে কয়, ভবরোগ দূরে যায়, শিরেতে যে ধরে ব্রাহ্মণ চরণ॥

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—একতালা।

এমন মানব দেহ যদি পেলি।
সেই সারাৎসার শ্রীগুরুর চরণে, মন কেন না সঁপিলি॥
গু শব্দেতে হয় পাপের আঁধার, রু শব্দেতে যিনি ধ্বংশ করেন তার;
এমন গুরুরে তুই অনায়াসে পেয়ে, হেলাতে হারালি॥
যাঁহার কৃপাতে ধন-জন পেলি, সেই গুরুরূপী ব্রহ্মে চিনিতে নারিলি,
করের অমৃত পরিত্যাগ ক'রে, বিষয় বিষ তুলে খেলি॥
কৃষ্ণদাসে বলে সপ্ততল'পরে, কেন না ভাবিলি সেই পরম গুরুরে,
কর্পূর ধবল আছেন রূপ ধরে, কেন তাঁহারে না ভজিলি॥

রাগিণী—ভিমপলশ্রী। তাল—একতালা।

আমার মন চল ত্রিবেণীতে।
যদি বাঞ্ছা থাকে মোক্ষ পেতে॥
জ্ঞান পোতে তুমি কর আরোহণ, ছিন্ন হবে তোমার মায়ার বন্ধন,
অনায়াসে যাবে মুক্তির সদন, ভক্তিধন ল'য়ে সাথে॥
ত্যাগ কর সেই কুসঙ্গ ক'জন, কুপথে ঘুড়ায় যারা অনুক্ষণ,
সঙ্গী কর তুমি সাধু ছয় জন, বিবেক বৈরাগ্য মতে॥
কি করিবে তোমার শমন কিঙ্কর, হৃষিকের দ্বারা হৃষীকেশে স্মর,
তবে হবে তোমার হৃষিক-অন্তর, শমন ভয় এড়াতে॥
পিণ্ডস্থান যথা মূল ক্ষেত্রধামে, শুলাষ্টকাবৃত ধরা চক্রনামে,
অপূর্ব্ব রমণী নামে কুণ্ডলিনী, তথা আছে বিরাজিতে—
ভুজঙ্গিনী মাতা আছেন নিদ্রিতা, কন্দর্প বায়ুরে করি উদ্দীপিতা,
প্রাণের সাধনে কর জাগরিতা, পথ পাবে তবে যেতে॥
পথি মধ্যে আছে ছয় দ্বারবান্, জ্ঞান ধনু ধরি যুড়ি ভক্তিবাণ,
বূ্যহ ভেদি চল হ'য়ে সাবধান, সাধন বিধান মতে॥
স্বাধিষ্ঠানে আসি অধিষ্ঠিতা হ'য়ে, মণিপুরে চল অগ্নিচক্রালয়ে,
অনাহতে গে'লে বায়ুর মণ্ডলে, শুদ্ধ হবে বিশুদ্ধেতে;—
বামে গঙ্গা আর দক্ষিণে যমুনা, মধ্যে সরস্বতী শোণিত বরণা,
আসি মূলাধার হ'তে, দ্বিদল ভ্রূতে, মিলেছেন একত্রেতে॥
স্নান করি তাতে চল পূর্ণ পথে, প্রণব ঝঙ্কার নাদ বিন্দুগতে,
শ্রীমাধবে হের সহস্রার মধ্যেতে, ভবে হবে না আসিতে॥
রামকৃষ্ণদাস কাতরেতে কয়, সে ভাগ্য আমার হবে কি উদয়,
অসাধ্য সাধন কখন কি হয়, গিরি লঙ্ঘিবে পঙ্গুতে॥

তাল—একতালা (প্রসাদী সুর)

আয় মন তুই কাশী যাবি ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, যা চাইবি তাহাই পাবি ॥
প[illegible]-রথে চড়ি, ছয়টা অশ্ব তায় জুড়িবি,—
বিবেকে সারথি করি, বারাণসী চলি যাবি ।
জ্ঞানরূপী গঙ্গাজলে, সতত তুই ডুবে র'বি,—
ঘুচে যাবে পাপের মলা, ভবের জ্বালা এড়াইবি ॥
মনের নিবৃত্তি হ'লে, বিষয়েতে শান্তি পাবি,
চল সেই মণিকর্ণিকাতে, মনের ময়লা ধুয়ে লবি ॥
কালরূপী ভৈরবেরে, সাধন মতে তায় সাধিবি,
তিনি তুষ্ট হ'লে পরে, মণিমন্দির যেতে পাবি ॥
পঞ্চকোষে ব্যাপ্ত কাশী, দেহ মধ্যে দেখ্‌তে পাবি,
তার মাঝে আনন্দধামে, শিবদুর্গার দেখা পাবি ॥
আত্মারূপী বিশ্বেশ্বর, শক্তি অন্নপূর্ণা দেবী,
ভক্তিভাবে পূজা কর, মোক্ষফল তুই প্রসাদ পাবি ॥
রামকৃষ্ণদাসে বলে, মনের কলা মনে খাবি,
কি সাধনা আছে যে তোর, তেমন কাশী যেতে পাবি ॥

তাল—একতালা। (প্রসাদী সুর)

শোন্ মা আমার কি যন্ত্রণা ।
যাদের ল'য়ে ঘর করি মা, তা'রা আমার কেউ হ'ল না ॥
দুটী জায়া আছে ঘরে, একটী প্রায় তার গেছে ম'রে.
তার শুশ্রূষা ক'রলে পরে, অপরা করে তাড়না ॥

পরা নয় মা বন্ধ্যানারী, বিবেক নামে পুত্র তারি;
আমার কপাল দোষে সেও বিবাগী, আমার ঘরে সে থাকে না ॥
অপরার মা বহু পুত্র, তার কন্যা আছে একটী মাত্র,
তার বিয়ে দিতে পাইনা পাত্র, নাম রেখেছি তার কামনা ॥
মেয়ে সে বড় আদুরে, (তার) পেট ভরে না আহার ক'রে,
যত দাও মা ততই থাবে, কিছুতেই তার আশা মিটে না ॥
মেয়ের আছে দাসদাসী, তারা পরধন প্রয়াসী,
আমার সঞ্চিত ধন যা ছিল মা, হ'রে নিল সব ক'জনা ॥
অপরার মা পুত্র যারা, আমার বাধ্য নয় মা তারা,
আমায় ক'রে দিলে আপন হারা, কৃষ্ণের কৃষ্ণ সাধনা আর হ'ল না॥

রাগিণী—আশোয়ারী । তাল—আড়াঠেকা ।

আমি কেন বা পীরিতি করিনু সজনি শ্যামেরই সনে ।
কঠিন কপট, সে শঠ লম্পট, আগে তাকি আমি জানি লো মনে ॥
ধন জন আদি পতিরে ত্যজিয়ে,সুখী হ'য়ে ছিলাম সখি সে শ্যাম পাইয়ে,
সে সুখ আমার গেছে ফুরাইয়ে, দিবানিশি কাঁদি সে শ্যাম বিনে ॥
আমি লো সজনি, গোপের রমণী, সরল স্বভাবা কুলের কামিনী,
যাঁহার কারণে কুলকলঙ্কিনী, সে কেন আমারে ভাবে না মনে ॥
রসিক সুজন, জানিয়ে তখন, সঁপেছিনু সখি জীবন যৌবন,
এখন হইয়ে কুলিশ সমান, বিদরে লো হিয়া বিরহ বাণে ॥
গোপীর চরণে, কৃষ্ণদাস ভণে, তোদেরি কারণে, শ্যাম বৃন্দাবনে,
দিবানিশি যেন, শয়নে স্বপনে,আমি তোদেরি ভাবেতে ভাবিগো মনে॥

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—আড়াঠেকা।

কৃষ্ণ কৃপা কর অধীন জনে।
নহিলে ভব পার হইব কেমনে॥
দয়ার সাগর, তুমি হে দামোদর,
গোপীর মনোহর হ'য়েছ বৃন্দাবনে॥
তুমি নারায়ণ, বিপদ্ ভঞ্জন,
দেহ হে চরণ কুমতি সন্তান জনে—
নবীন জলধর, শ্যাম নটবর,
অধরে মুরলী ধর ভুলাতে গোপীগণে॥
লীলার কারণে, এসেছ বৃন্দাবনে,
গোলোক হইতে, এনেছ সঙ্গীগণে—
শয়নে স্বপনে, কিবা নিশি দিনে,
যেন কৃষ্ণদাসের মতি থাকে ও চরণে॥

রাগিণী—মিশ্রমঙ্গল। তাল—ঝাঁপতাল।

অমল ধবল জল মকর-জাল বাহিনী।
তারিতে নর, ভবসাগর হ'য়েছ নীর স্বরূপিনী॥
পারাবার বিহারিণী, পতিত জনোদ্ধারিণী,
পরলোক বিধায়িনী, ত্বং পতিত পাবনী॥
যদি মা জাহ্নবী ব'লে, যায় জীবন তব জলে,
যম যাতনা কভু থাকে না, ভব যাতনা নিবারিণী—
ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে, তরঙ্গিণীর তীরে গিয়ে,
(বলে) হ'য়ে পতিত পদে পতিত, পতিতে পদ প্রদায়িনী

দেখে শমন আগত, হ'য়েছি পদ-রেণুগত,
সন্তানে দেমা সুপথ, ওগো ত্রিপথ গামিনী—
জীবে যদি মরণ কালে, গঙ্গা-নারায়ণ বলে,
সাদরে তারে লও মা কোলে ওগো কলুষ নাশিনী ॥
এই করোমা নিদান কালে, দিওনা ফেলে কালের কোলে
ভাসি যেন মা তব জলে, ওগো কেশব নন্দিনী—
কৃষ্ণ বলে মরণ কালে, সপত্নীর পুত্র ব'লে
দিওনা ফেলে নিয়ো মা কোলে শম্ভুশির বাসিনী ॥

তাল—একতালা (প্রসাদী সুর)

আমার মন কররে কালী পূজা।
কালেরে করিতে বশ হৃদয়েতে কালী সাজা ॥
জ্ঞান রূপ গঙ্গাজলে, ভক্তিজবা বিল্বদলে,
দিয়ে শুভাশুভ কর্ম্মফলে, মায়ের পদে মনকে মজা ॥
অজ্ঞানরূপ পুষ্প লয়ে, পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
বলি দাও মন জ্ঞান খড়্গেতে পুণ্যাপুণ্য দুটা অজা ॥
নানা বাদ্যের কি প্রয়োজন, এক বাদ্য কর সাধন,
সকল বাদ্যের শব্দ হবে, বিনাঘাতে ঘণ্টা বাজা ॥
কৃষ্ণ বলে সময় হ'লে, ভবের খেলা সকল ফেলে,
ভব পারে যাবি চ'লে, কালী নামের উড়ায়ে ধ্বজা ॥

রাগিণী—খট্ট। তাল—ঝাঁপতাল।

আমার মন হের রে শ্যাম তরুবরে।
গোপীকা বেষ্টিত হ'য়ে রেখেছে তন্দ্র তাহে ঘেরে ॥

রাধা লতিকা জড়াইয়ে, রেখেছে তরু সাজাইয়ে,
নবীন নীরদ কোলে দামিনী লতা হাসাইয়ে,
কিম্বা সে তমাল ডালে কনকলতা আছে ঘেরে,
হেরিলে সে তরুবরে, মন প্রাণ গো লয় হ'রে॥
রাধা লেখা গো চূড়া'পরে, যেন ফুল ফুটে'ছে তরুশিরে,
দেখে গোপীর মন হরে, মনোহরের ও মন হরে,
রাধা লতিকা হেরে হেরে, বামে তরু গো ঢ'লে পড়ে,
ফুলগন্ধে প্রেমানন্দে যোগীবৃন্দে (যুগলে) হেরি যোগ ছাড়ে॥
গোপের বাল ল'য়ে গোপাল, যায় সকল মাঠে মাঠে,
শুনিয়ে বেণু ছাড়িয়ে ধেনু বলিয়ে কানু যায় ছুটে,
গিয়ে সে তরুর তলে, শান্তি লাভ হ'বে ব'লে,
কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ সখাসনে তরুতলে গো শুয়ে পড়ে॥

রাগিণী—বেহাগ। তাল—আড়াঠেকা।

হরি কি হবে আমার।
ঘোর দুর্যোগে সদা করি হাহাকার॥
জ্ঞানসূর্য্য অস্ত গেছে, কা'ল নিশা ঘেরি আছে,
তাহে দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে, না দেখি নিস্তার॥
আশা বায়ু প্রবল হ'য়ে, অজ্ঞান মেঘ উঠায়ে,
হৃদয় আকাশ মম, করিল আঁধার॥
শোকতাপ শিলাপাতে, জর্জ্জরিত ঝঞ্ঝাবাতে,
পুত্রকন্যা মোহ-বারি, বর্ষে অনিবার॥
অহঙ্কার বজ্রপাতে, মর্ম্মভেদ করে তাতে,
রক্ষা নাহি কোন মতে, আমার এবার॥

সাধু-সঙ্গ বিদ্যুতেতে, ক্ষণে জ্যোতিঃ খেলে চিতে,
কৃষ্ণদাস না পায় দেখিতে, ক্ষণ প্রভা তার ॥

রাগিণী—গৌরি। একতালা।

মন কেন মর ঘুরে ঘুরে।
তুমি চলনা আপন মন্দিরে ॥
ভ্রমি পঞ্চ দেশে নানারঙ্গরসে, পথ-শ্রান্ত হ'য়ে পড়িবিরে শেষে,
বুঝিবিরে মনে ভ্রমণ কারণে, সুখ কি দুঃখ অন্তরে ॥
পাইয়ে বিদেশে দস্যুদল এসে, সর্ব্বস্বান্ত ক'রে লইবেরে শেষে,
ফেলে দিবে তোরে বিজন কান্তারে পথ খুঁজে নাহি পাবিরে ॥
বিষয় অহিগণ করিবে দংশন, মিটিবে সাধ তোর বিদেশ ভ্রমণ,
বিষের জ্বালাতে হইবে মরিতে, খুঁজে বৈদ্য নাহি পাবি রে ॥
কৃষ্ণদাস ভাসে চল নিজ বাসে, রবি, শশী, তারা কভু না প্রকাশে
অনলের জ্যোতিঃ যথা না বিকাশে, তথা গেলে বৈদ্য পাবিরে ॥

রাগিণী—বেহাগ। তাল—আড়াঠেকা।

ভাব সে দিন কেমন।
অজপা জপের শেষ হইবে যখন ॥
দারাসুত আছে যারা, রাখিতে নারিবে তারা,
যেতে হবে ক'রে ত্বরা, ভাব অনুক্ষণ ॥
ক্ষিতি লয় হবে জলে, জল যাবে সে অনলে,
অনল মিশি অনিলে, করিবে গমন ॥
অনিল আকাশে প'শে, পাবে পরতত্ত্ব পাশে.

পরতত্ত্ব লবে কোলে, সেইত মরণ ॥
রামকৃষ্ণদাসে ভণে, ভয় কর কেন মরণে,
মরণ সুখের বটে, হইলে এমন ॥

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—একতালা।

কেশব কুরু কাম-মোহন, কুঞ্জ-কানন-চারণ।
তপন-সুতা-তীর-বিহারী, তপন-সুত-ভয়-ভঞ্জন ॥
(কিবা) নব-নীরদ শ্যামতনু, হাটকনিভ পীতধরা,
(তাহে) মঞ্জুল-গুঞ্জা ভূষা ; উরস'পরে করে ক্রীড়া,
হের রূপ মন হরা ; শিরে সারঙ্গ পাখা চূড়া,
ভক্ত-জন-দুঃখ হরা ; রাধিকা হৃদি-রঞ্জন ॥
চাঁচরকেশ-অলকাদামে ; (ভালে) তিলক সহ শোভিত,
যেন নীল জলরুহ শোভে ; সারঙ্গকুলে বেষ্টিত,
নয়ন দুটী নীল কমল ; কমলে কমল ফুটেছে যেন,
হেরিয়ে মদন অতনু হইয়ে ; পদতলে লয় শরণ ॥
চরণ সরোজ শোভা হে'রে ; রুনু রুনু করে নূপুরে,
ইন্দু-রতন জ্যোতিঃ উজলিয়ে ; চরণ নখেতে আছে প'ড়ে,
চাঁদ ও সারঙ্গ এক স্থানে পেয়ে (লোভে) চকোর মধুপ ধাইছে,
(কৃষ্ণের) প্রাণচকোর, মন ভ্রমর ; (হলো) সুধামধু পানে মগন ॥

রাগিণী—ভূপালী। তাল—একতালা।

কেন মা তোর এমন বেশ।
পদতলে প'ড়ে ; আছে, ভোলা মহেশ ॥
পতিহৃদি পদে দলি, কি লীলা মা দেখাইলি,
সতীশিরোমণি হ'য়ে দেখালি গো বে'শ ॥

খাম করে অসি ধ'রে, নাশি অসুর-বরে,
বামেতরে মুণ্ড ল'য়ে, মা ধরিলি কেশ ॥
পুনরপি দুই করে, বর ও অভয় ধ'রে,
মা, দয়ার পরিচয়, দিতেছ অশেষ ॥
(তুমি) বি-সম রূপ-ধর, অভয় দিয়ে তারে মার,
কৃষ্ণ কি বুঝিবে লীলা, না পারে ভবেশ ॥

রাগিণী—মল্লার। তাল—একতালা।

হরি আমার সে দিন কবে হবে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে নয়নেরই জলে বয়ান ভাসিবে
যে দিকেতে আমি ফিরাব নয়ন,
নবঘন রূপ কর্‌বো দরশন;
কৃষ্ণময় হবে সকল ভুবন,
সে রূপ হেরিয়ে নয়ন জুড়াবে ॥
জগতে মিশিয়া রবে কাল শশী,
ভূতল আকাশ সকলেতে পশি,
সর্ব্বরূপে রূপ ধরি বিশ্বরূপ;
দেখা দিবে কৃষ্ণনয়ন দেখিবে ॥
পবনে গাইছে তাঁহারি গান,
আকাশ নাদিছে তাঁহারি তান,
তাঁহারি মহিমা কোকিল গাইছে;
শুনিয়া আমার শ্রবণ জুড়াবে ॥

রবি, শশী, তারা উদিত হইয়ে,
তাঁহারি মহিমা দিতেছে বুঝায়ে,
কৃষ্ণদাস কহে এ সব বুঝিয়ে,
সর্ব্বরূপী কৃষ্ণে সর্ব্বে দেখা পাবে ॥

রাগিণী—সারঙ্গ। তাল—কাওয়ালী।

অধীনে করুণা কর তারিণী!
তুমি না করিলে দয়া, কেমনে ভব মায়া,
তরি জননি!
সংসার মায়াতে প'ড়ে, আমার আমার ক'রে,
সকল খোয়ানু আমি; দিন যামিনী ॥
প্রতি শ্বাস ও প্রশ্বাসে, শমন শিয়রে ব'সে;
কভু নাহি ভাবিলাম, শমন-বিনাশিনি!
ধন, জন, বন্ধু, দারা, যাদের পাইয়ে তারা
তোমারে ভুলেছি মা, সর্ব্ব-রূপিণি!
(সেই) ধন, জন, বন্ধু, দারা, সকলি তুমি মা তারা,
কৃষ্ণদাসে এ জ্ঞান পায় যেন, সর্ব্বজ্ঞান-দায়িনি!

রাগিণী—মল্লার। তাল—একতালা।

(হরি হে) আমার দিন গেল ফুরায়ে।
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে শমন নিকটে আসে আগায়ে।
আজ কা'ল করি দিন পরিহরি,
বৃথা কাজে কাল গেল কাল হ'রি,
হরি ভজন পূজন কখন বা করি,
সংসারের মায়াতে মোহিত হ'য়ে।

গর্ভবাসে ছিল মনেরই বাসনা,
সংসারেতে এসে কর্‌বো উপাসনা,
(হরি হে) সে সাধ পূরণ কভু ত হলো না,
বাসনা জালেতে জড়িত হ'য়ে॥
আসিবার কালে প্রতিজ্ঞা সে কালে,
ক'রেছিলাম আমি ভজ্‌বো সকল কালে,
হরি তব পাদপদ্মে দিব পাদ্য অর্ঘ্য,
সে সব গেল মায়াতে মিশায়ে॥
মম সম পতিত নাহি ত্রিভুবনে,
পতিত-পাবন কেবা আছে তোমা বিনে,
(হরি হে) রামকৃষ্ণের আছে এই ভরসা মনে,
দয়া কর্‌বে হরি কুপুত্র বলিয়ে॥

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঝাঁপতাল।

কেন এলাম আমি আশার কাননে!
আশার কুহকে প'ড়ে ভ্রমি বনে বনে॥
নানাবিধ তরুরাজি সাজায়ে ফলেফুলে,
রেখেছে মানব মন মোহিত করিয়ে,
মোহিত হইয়ে পড়িনু আমি,
কেমনে এড়াব বল কেবা তাহা জানে॥
মনোহর ফুল ফোটা দে'খে তরু-শিরে,
ছুটিয়ে আইনু আমি আকুল অন্তরে,
ফুলের ভিতর ছিল বিষ-ধর,
হৃদয়ে দংশিবে অহি জানিব কেমনে॥

সুধা সম ফল হে'রে ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে,
আশার আশাতে আমি আইনু ধেয়ে,
ফল গরল সম নাহি জানিয়ে,
খাইয়ে মরিল কৃষ্ণ বিষের জ্বলনে॥

রাগিণী—বৃন্দাবনী সারঙ্গ। তাল—কাওয়ালী।

মন তুমি হয়েছ পাজি।
কাজের কাজে হওনা রাজি॥
গর্ভবাসে ব'লে ছিলি,
ভবে গিয়ে বল্‌বো কালী,
এখন বলাবলি চুলোয় দিয়ে,
করিস্‌ কেবল গলাবাজী॥
তাই বলি মন কথা রাখ,
হৃদয় খুলে শ্যামা মাকে ডাক,
ডাকার মত ডাক্‌লে পরে,
মা তখনি হবে রাজি॥
কাজ কিরে তোর জবা ফুলে,
কাজ কিরে তোর বিল্বদলে,
পাকা কলা আলো চা'লে,
কাজ কিরে তোর ফুলের সাজি॥
মনোময় পুষ্প ল'য়ে,
ভক্তি-সুধা সমর্পিয়ে,
জয় কালি জয় কালি ব'লে
সাজাও মায়ের চরণ রাজি॥

কৃষ্ণ বলে মনের সাধে,
মন রাখ মন ! মায়ের পদে,
মা ঘুচিয়ে দেবে নিজ গুণে,
সংসারে সং সাজাসাজি ॥

রাগিণী—জয়জয়ন্তি । তাল—ঝাঁপতাল ।

চিন্তায় মানস মম হরি-চরণ-পঙ্কজ ।
হরের আরাধ্য ধন হৃদয়ে ধরি তাঁরে ভজ ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ আদি পদে আছে যে লিখন,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ হৃদে কররে ধারণ,
মুনি জন মানস হ্রদে ফুটে থাকে যে কোকনদ,
চরণাম্বুজ-রজ হ'য়ে সেই চরণে সদা ম'জ ॥
পদে জনমি সুরধুনী, ত্রিভুবনে হ'য়ে গামিনী,
মনসিজ-রিপু-গৃহিণী, হয়েছে জীব-নিস্তারিণী,
সেই ভাবিয়ে শঙ্কর, নাম ধরেছে গঙ্গাধর,
ধন্য হ'য়ে মান্য ক'রে, শিরে ধরেছে বৃষধ্বজ ॥
ক্ষীরোদ-জাতা কমলা দেবী হ'য়ে সেই চরণে আশ্রিতা,
সুরাসুর-মানবকুলে হয়েছেন তিনি পূজিতা
সেই চরণ আশা ক'রে, মন-সারঙ্গ রূপ ধ'রে,
কৃষ্ণদাস, খোঁজ করে পদকমল সরসিজ ॥

প্রসাদী সুর । তাল—একতালা ।

মন রে ও কি ভাবিস্ ব'সে ।
ত্বরায় হরি চরণে শরণ ল'সে ॥

পঞ্চ বিষয় ইন্দ্রিয় ল'য়ে, থাকিস্ তুইরে উন্মত্ত হ'য়ে,
(ওরে) বিষয় নয় সে বিষের বাতি, জ্ব'লে মর্‌বি দশার শেষে ॥
অনিত্য সুখের তরে, সদা বেড়াস্ ঘুরে ঘুরে ;
কিছু সুখ নাইরে তাতে, বুঝ্‌বিরে তুই অবশেষে ॥
পতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, মীনাদি সেই মাতঙ্গ,
(ওরে) বিষয় পঙ্কে পাঁচে ম'জে ; জীবন দেয় অনায়াসে ॥
এক ইন্দ্রিয় প্রবল হেতু, তাতেই তাদের হয়রে মৃত্যু ;
(ওরে তোর) পাঁচ ইন্দ্রিয় প্রবল যখন,
(তখন) তোর দশা কি হবে শেষে ॥
কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণনাম রসে,
যদি তোর রসনা সদাই রসে,
ওরে কি কর্‌বে তোর পঞ্চ বিষে,
বিষ অমৃত হবে শেষে ॥

রাগিণী—বেহাগ। তাল—আড়াঠেকা।

বৃথায় জীবন গেল।
কি কার্য্য করিতে এসে কিবা হইল ॥
জীবন অর্দ্ধেক মম, ঘুমায়ে কাটালাম,
জরা শিশুকালে, কত দিন ফুরাল ॥
মাতা-পিতা-বন্ধু-সুত, হ'য়ে তাতে অনুগত,
সিকতাতে বারি-বিন্দু সম মিশাল ॥
যৌবনে যুবতী সনে, রঙ্গ-রস আলাপনে,
সুখ আশে দিবানিশি, দিন যাইল ॥

সাধনা করিতে তোমার, কভু নাহি পাই হে সময়,
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে, মন মজিল॥
না পাইবে গুণ লেশ, পাইবে কেবলই দোষ;
বিচার করিবে যবে, কর্ম্ম, করম-ফল॥
করম বিপাকে মম, যে কুলেই বা হয় জনম
কৃষ্ণদাসের মতি সদা, ভাবে কৃষ্ণ-পদ-কমল॥

প্রসাদী সুর। একতালা।

মা আমার কি হবে শেষে।
আমায় উপায় তারা ব'লে দিসে॥
জন্ম ল'য়ে কর্ম্ম-ভূমে,
কাল কাটালাম কেবল ঘুমে,
তোর পাড়ান ঘুম ভাঙ্গিয়ে দে মা,
আমি শয্যা ছেড়ে উঠি ব'সে॥
মায়া শয্যা পেড়ে দিয়ে,
মা অজ্ঞান ঘুম পাড়ায়ে,
প্রবৃত্তি রমণী ল'য়ে, দিয়েছ মা আমার পাশে॥
আমারে ঘুমন্ত পেয়ে,
অজপা মূষিক আসিয়ে,
আমার জীবন-তরুর মূল মা গো,
দিবানিশি কাট্‌ছে ব'সে॥
মূল শিকড় মা গেলে পরে,
বৃক্ষ থাক্‌বে কেমন ক'রে,
আমার আয়ু-তরু আর থাকে না,
প'ড়ে যাবে কাল বাতাসে॥

এই তরু আশ্রয় ক'রে,
আছে দুটী পক্ষী বাসা ক'রে,
কৃষ্ণের দেহ-তরু মলিন দে'খে,
পাখী উড়ে যাবে অনায়াসে ॥

রাগিণী—সোহিনী। তাল—সুরফাঁকতাল।

হে শিব শঙ্কর মহাদেব হর।
ভবেশ ভবানীপতি মম কলুষ-হর ॥
গণেশ গণাধীশ অশেষ-গুণাকর,
আদি অনাদি তুমি পরম-ঈশ্বর ;
বিভূতি-ভূষণ, পিণাক-ধারণ,
কালভৈরব কাশী বিশ্বেশ্বর ॥
নাগ-ভূষণ, রকত লোচন বৃষভ-বাহন,
মদন-শাসন, কপাল ধারক,
উমেশ ত্র্যম্বক, হাড়মালা গলে, বাঘাম্বর ॥
ত্রিপুর-অন্তক, ত্রিতাপ-নাশক,
ত্রিলোক-পালক, ত্রিগুণ-ধারক ;
তারকাসুর-রিপু ; রজত ভূধর-বপুঃ,
গরল-ভক্ষক মুণ্ড-মাল-ধর ॥
রুদ্রাক্ষ-ধারক, ত্রিদশ-রক্ষক,
কলি-ভয়-নাশক, কৃতান্ত-অন্তক ;
গতি-হীন জনে, অকৃতী সন্তানে,
রামকৃষ্ণদাসে নিজ গুণে কৃপা কর ॥

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—একতালা।

এমন মানব জনম গেল ব'য়ে।
আপনার দোষে, আপনি মজিনু,
শিবের শরণ নাহি ল'য়ে॥
জননী জঠরে থাকি অনাহারে,
বিষ্ঠা-মূত্র মধ্যে কৃমির আকারে,
ন' মাস ন' দিন ভুগি কর্ম্মভোগ,
ধরায় আইনু প্রসব হ'য়ে॥
এইরূপে আশিলক্ষ যোনি ঘুরে,
দেবের বাঞ্ছিত মানব দেহ ধ'রে,
ক্রমে শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য; আমার,
বিফলে গেল চলিয়ে॥
এমন নরদেহ সুলভ সুদুর্লভ,
ভবপারের যোগ্য পাইয়ে সুপ্লব;
এ মায়া-সাগর নারিনু তরিতে,
কর্ণধার গুরু পেয়ে॥
পাইয়ে সুষুম্না আপন শরীরে,
এমন সাধন-পটু দেহ লাভ ক'রে,
পশু সম হ'য়ে না করি সাধনা,
কৃষ্ণদাস কাঁদে আত্মঘাতী হ'য়ে॥

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—রূপক।

ওরে মূঢ় মন, ত্যজে নিত্য ধন,
সুখের বাসনা কেন অনুক্ষণ।

ভেবে দেখ মনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
হতেছে তোমার নিকট শমন ॥
মায়াময় এই নিখিল জগৎ,
জলেতে উদিত জল-বিম্ব-ষৎ,
পত্নী-মিত্রাপত্য, সকলি অনিত্য ;
উদিত হইয়ে হইবে বিলীন ॥
ধন-জন-আদি জীবন যৌবন,
নিমিষেতে কাল করিবে হরণ,
নলিনী-দল-জল, যেমতি চঞ্চল,
তেমতি জানিও জীবের জীবন ॥
যখন জনম, পশ্চাতে মরণ,
জননী জঠরে পুনরাগমন,
এরূপ প্রকারে, পথে ঘুরে ঘুরে,
শান্তিসুখ তোর হইবে কখন ?
বালক কালেতে ক্রীড়াতে মাতিলি,
তরুণ-বয়সে তরুণীগত হ'লি,
প্রবীণ বয়সে চিন্তার পুত্তলি,
কখন বা ভজিবি নিত্য নিরঞ্জন ॥
কাম ক্রোধ-আদি লোভ. মদ, মোহ,
চির-দাসত্ব অচিরে ত্যজহ ;
কৃষ্ণদাসে ভণে, কৃষ্ণানন্দ বিনে,
সে সুখ-পূরণ হবে না কখন ॥

রাগিণী—দেশ। তাল—ঝাঁপতাল।

তপন-তনয়া-তীরে, দাঁড়াইয়ে শ্যাম কলেবরে,
ওরূপ যায়না ভোলা, জগৎ আলা,
যুবতী ভোলা-রূপ ধ'রে॥
কে বলে কাল, নহে সে ভাল,
তমাল-তলে কাল শশী :—
লাজে গগন, ছাড়ি অরুণ,
পদতলে গো পড়ে খসি ;—
কটিতে ধরা, শিরেতে চূড়া,
ভালে তিলক মনোহরা :—
চাঁচর কেশ, মোহন বেশ,
অধরে আছে মুরলী ধ'রে॥
(তখন) ধরি বাঁশরী, রাইকে স্মরি,
বাজায় বাঁশরী, ব'লে কিশোরি,
(তখন) সব পাশরি, যায় কিশোরী
পরিয়ে সাড়ী নীলাম্বরী ;—
গোপের বালা, ভরিয়ে ডালা,
গাঁথিয়ে মালা বন-ফুলে,
হইয়ে সতী, ত্যজিয়ে পতি,
গিয়ে যুবতী জলধরে ঘেরে॥
নবীন ঘন, জিনি বরণ;
বামে চপলামালা খেলে ;
যুগলরূপ, অনুপ ভূপ ;

হেরে নয়ন যায় ভুলে,
(এরূপ) যোগী না হে'রে, জ্ঞান কি করে,
ভক্ত হেরে প্রাণ ভ'রে ;—
দীন কৃষ্ণদাস, করিয়ে আশ,
চরণ যুগ সার করে ॥

বাউল সুর।

এ ঘরে বাস কর্‌বি রে কেমন ক'রে।
কাঠ কাঠাম, সকল ও তোর
দিয়েছে ঘুণে জে'রে ॥
পাঁচখান কাঠে ক'রে কাঠাম,
চব্বিশ শলায় ঘর তোর করা ছিটাম,
তার নাইকো শাঙ্গা ঠেক্‌নো ভাঙ্গা,
(ক্ষেপা মনরে আমার)
ঘর আছে রে তিন পাড়ের জোরে ॥
এ ঘর নয়কো সোজা, নয় দরজা,
ছ' জন চোর প্রবেশ ক'রে কর্‌তেছে মজা ;
তো'রে হাবাৎ ক'রে দেবে ছেড়ে,
(ভোলা মন্ রে আমার)
তখন কাঁদ্‌বিরে তুই কাতরে ॥
ঘরের ভিতর পাঁচটা কুঠারী,
ঘরের কারিগরি যাই বলিহারি,
এ ঘরে বিরাজ ক'রে তিন শরীরে,
(ভোলা মন্‌রে আমার)
এ ঘর দিলিরে ছারখারে ॥

এ ঘর সাত মহলা, নীচে হ'তে উপর তলা,
আছে ছ' জন নায়েব ছয় মহলে,
(ক্ষেপা মন্‌রে আমার)
তোর জমিদার আছেরে সব উপরে ॥
তো'রে বিনয় করি, কহি যোড় হাতে,
জমিদারের বাকী খাজনা, মিটো যে কোন মতে,
ঘর বাকী খাজানায় নিলাম হবে,
(ভোলা মন্‌রে আমার)
তখন যেতে হবেরে তোর ঘর ছেড়ে ॥
কৃষ্ণদাস তুই আমার কথা শোন্‌,
ত্বরায় ক'রে ধর্‌গে গিয়ে সাধু-গুরু-মহাজন,
তোর উপায় তিনি ক'রে দেবেন,
(ক্ষেপা মন্‌রে আমার)
তোর রাজার দেনা শোধ হবেরে চট্‌ ক'রে ॥

প্রসাদী সুর।

ওরে মন ছাড়রে ব্যবসাদারী।
তাঁর কাছেতে খাট্‌বেনারে কোন মতে তোর চাতুরী ॥
উপাসনা পাকাসোণা, এতে কভু খাদ মেশে না,
(ওরে) কড়া গণ্ডা খাদ থাক্‌লে পরে,
ক'ষে ধর্‌বে কষ্টি ধরি ॥
ভক্তি সোণায় ভেজাল দিলে,
তুই পড়্‌বি ধরা অবহেলে,
কমি কম্‌তা মান্‌বে না রে,
নেবেনা হ'লে পান্‌ কড়ি ॥

তোর ভিতরেতে গিল্‌টি ভরা,
আছে উপরে রং চটক করা,
নাইট্রিক এসিডে পড়্‌বি ধরা,
তোর চল্‌বে নারে জুয়াচুরি॥
কৃষ্ণরে তোর ধর্‌তে মনের চুরি,
আছে মনে একজন বাসা করি,
(তোর) মনের কার্য্য যেমন পাবে,
তেমনি দেবে তোর মজুরি॥

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী। তাল—তেতালা।

আমার মন যদি হয় মনের মত নবীনা যুবতী নারী
নবীন যুবা আস্‌বে ছুটে
হৃদয়-কমল ফুটলে আমারি।
বঁধুরে ভুলাবার তরে,
সেজে কর্ম্ম অলঙ্কারে,
ভক্তি আতর মেখে গায়ে
আড়নয়নে নয়ন ঠারি॥
নয়নে জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে,
প্রেমের তাম্বুল চিবায়ে,
সোহাগ পাউডার মুখে মেখে,
থাকি বাহার করি॥
ভালবাসা মোহন ফাঁদে,
ধর্‌বো লো সেই কালাচাঁদে,
আলিঙ্গন দিয়ে হেসে,
সুখেতে বিহার করি॥

কৃষ্ণ বলে শোন্ যুবতি!
তোর যদি হয় বিশুদ্ধা রতি;
তবেই পাবি পরম পতি;
নইলে যাবি গড়াগড়ি॥

রাগিণী—জয়জয়ন্তি। তাল—ঝাঁপতাল।

শরতে শারদা মায়ের ভাবি আগমন।
নিরানন্দ ধরা হলো আজ আনন্দে মগন॥
ফুটায়ে কাশকুসুমে যেন পরি শুক্লবাসে,
হাসিল প্রকৃতি সতী মনের উল্লাসে,
করি নির্ম্মল আকাশ জল,
ফুটায়ে কমল ফুল,
সাজাইয়ে রাখে মায়ের পূজিতে চরণ॥
নানাবিধ তরুরাজি ল'য়ে ফুল-ফল-ভার,
ধরিয়া রাখিছে শিরে মায়ে দিতে উপহার;
শস্য-শ্যামল-ভরা,
স্বরূপে সাজিয়ে ধরা,
প্রতীক্ষা করিছে মায়ের পাইতে চরণ॥
সুনীল আকাশে হাসি শরতের শশী,
আসিছে বলিয়ে মাতা রাখে জোছ্না বিকাশি,
কৃষ্ণদাস সঙ্গতি শূন্য,
মায়ে কি দিবে নাহিক অন্য,
সলিল করিয়ে পূর্ণ রাখিছে নয়ন॥

রাগিণী—পিলু। তাল—পোস্তা।

এস ভাই আমরা সবাই মায়ের পূজার যোগাড় করি।
মাকে বসাবার তরে, হৃদ্‌মন্দিরে,
ত্রিতাপের সকল ঝুল ঝাড়ি॥
পাঁচ ইন্দ্রিয় রিপু ষড় এদের বৈরিভাব ত্যাজ্য করি,
মিত্রভাবে রাখ সবে, মাতৃ পূজায় ব্রতী করি॥
নয়ন মায়ের রূপ হেরিবে,
শ্রবণে তাঁর নাম শুনিবে,
পদের পুষ্পের ঘ্রাণ নাসায় লবে ;
র'বে স্পর্শে পদ স্পর্শ করি॥
রসনায় নাম রসেতে,
মত্ত হবে দিনে রে'তে,
না পাবে সময় খেতে শুতে ;
বুঝে মায়ের নাম-মাধুরী॥
কামকে ক'রে মায়ের পদ-কামী,
অহঙ্কারে তাঁর সেবক আমি,
মোহ মদ হোক ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ,
লোভে লবে চরণ-রজ হরি॥
অনুরাগ করি ক্রোধে,
এইরূপেতে যেই বা সাধে,
কৃষ্ণদাস কয় কাতরে,
সেই হয় চরণ পাবার অধিকারী॥

রাগিণী—ইমন্ কল্যাণ। তাল—আড়াঠেকা।

রাণি কেঁদোনা কেঁদোনা, পূরিল কামনা,
মা চাহিয়ে দেখনা, ঐ এলো তোর মেয়ে ॥
ওগো সংবৎসর পরে, এসেছেন তোর দ্বারে,
ল'য়ে এসো মায়ে, জলধারা দিয়ে ॥
মা করেছিলে ব্রত মহা বীরাষ্টমী,
সেই কর্ম্মফলে কোলে পেলে তুমি,
ভবের ভবানী জগত-জননী,
এসেছেন মাগো তোমার মেয়ে হ'য়ে ॥
মুছি অশ্রুজল বাঁধ মা কুন্তল,
পাদ্য অর্ঘ্য দিতে গন্ধ পুষ্প জল,
আন ত্বরা করি কুঙ্কুম কস্তুরী,
বিল্ব-মূলে দাও আসন পাতিয়ে ॥
ল'য়ে বেদ-বিধি ষষ্ঠী কল্প আদি,
সপ্তমী অষ্টমী নবমী অবধি,
পূজা করি মায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
পদে কৃষ্ণদাসের ভার দে মা সমর্পিয়ে ॥

রাগিণী—দেশমল্লার। তাল—আড়াঠেকা।

সত্য ক'রে বল মা উমা, কেমন ছিলি ভবের ঘরে।
ওগো তোর ভাবনা ভেবে ভেবে,
আমার পাষাণ হৃদয় তাও বিদরে ॥
শুনেছি মা পরস্পরে, হ্যাগা জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
বাঘের ছালে কটি ঘেরে,
আমি শুনে লাজে যাই মা ম'রে।

গায়ে তৈল বিনে মাখে ছাই,
আমি এমন কভু শুনি নাই,
হাড়ের মালা গলায় পরে,
শ্মশানেতে বেড়ায় ঘুরে॥

ভাঙ্ ধুতুরা সিদ্ধি খেয়ে,
ভুলে থাকে ভোলা হ'য়ে,
বেড়ায় সদাই ভূত নাচায়ে ;
ভাবে না কি ঘরের তরে?

কৃষ্ণদাস কয় বিনয় ক'রে,
রাণি বলিস না মা এমন ক'রে,
দেখ দক্ষের কথা মনে ক রে,
উমা শিব-নিন্দা সইতে নারে॥

রাগিণী—বিভাষ। তাল—ঝাঁপতাল।

এতদিন পরে কি মা মনেতে পড়েছে তোর।
আর্দ্রাতে বোধন করি, ভাঙ্গাইতে নাহি পারি,
এমনি মা তোর ঘুমের ঘোর।
আমার বোধনে না রোদন হ'ল,
কেমনে তোর ঘুম ভাঙ্গে বল,
মায়ের ছেলে কাঁদ্‌লে পরে,
মায়ের ভেঙ্গে যায় মা ঘুমের ঘোর॥
ছেলে যদি খেলায় ভুলে,
নাহি ডাকে মা মা ব'লে,
ছেলের ক্ষুধা পেলে আপনি যায় মা,
মায়ের দয়ার নাইক ওর॥

তাই বুঝে মা দয়া ক'রে,
এলি দেখা দিতে সন্তানেরে,
প্রতিমা-রূপ ধারণ ক'রে
ছেলের ভব-ক্ষুধা করিতে দূর ॥
মা, ষষ্ঠীতে সঙ্কল্প করি,
বিল্ব-মূলে তোমায় হেরি,
মূলাতে মা প্রবেশ স্থাপন,
শিরে অর্ঘ্য, পদে পাদ্য দিই মা তোর ॥
তুই আষাঢ়ায় পূজা করি,
ভবে আসা যাওয়া পরিহরি,
দিই শ্রবণাতে বিসর্জ্জন মা
বিষয়-বাসনা সকল মোর ॥
দশকরে দশ অস্ত্র ধরি,
আমার দশ ইন্দ্রিয় দমন করি,
মন-সিংহ-পৃষ্ঠে আরোহি মা,
কৃষ্ণের ধ্বংস কর পাপাসুর ॥

রাগিণী—হাম্বির। তাল—তেতালা।

যমুনা পুলিনে সখি! বাঁশরী বাজিল ওই।
আর কি রহিতে পারি, কুললাজ পরিহরি,
চল সখি চল যাই ॥
আমি লো নবীনা বালা, না জানি মদন জ্বালা,
কোথা হ'তে আসি কালা, মজালে লো প্রাণ সই ॥

স্মরিয়ে সে কালাচাঁদে, সতত সে পরাণ কাঁদে,
হ'য়ে ব্যথিত স্মর-শরে, জর জর সদা হই ॥
কৃষ্ণদাস কহে বাণী, শুন ওগো বিনোদিনী!
তোর মদনে কি কর্‌বে ধনি, মদনমোহন হৃদে ঐ ॥

রাগিণী—বারভা। তাল—কাওয়ালী।

আমার হবে সে কপাল।
মা ব'লে আসিবে কোলে নাচিয়ে গোপাল ॥
আসিয়ে এই বৃন্দাবনে, ল'য়ে সব রাখালগণে,
বাজায়ে বাঁশরী বনে, ফিরাবে গোপাল ॥
হৃদয় মাণিক আর কি পাব, অধরে ক্ষীর শর নবনী দিব,
তাপিত প্রাণ শীতল হবে, হেরিব দুলাল ॥
কৃষ্ণ বলে নন্দ রাণি, ত্রিলোকেরনাথ তোর নীলমণি,
হয়েছিস্‌ মা তার জননী, কার এমন কপাল ॥

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—একতালা।

হরি কোথায় থাকহে, কি নাম ধরহে,
কি বলে ডাকিব তোমারে।
আমি বুঝিতে না পারি, প্রবেশিতে নারি,
কেবল ঘুরে মরি বাহিরে ॥
পাতালে ভূলোকে থাক কি গোলকে,
সত্য জন আদি কিবা তপোলোকে,
জগত,বাহিরে, আছ কি অন্তরে,
কে বলে তোমারে অন্তরে ॥

জিয়ুস নামেতে অমরত্ব কয়,
জুপিটর নামে লোক পিতৃত্ব বুঝায়,
জিহোবা নামেতে তোমার সত্বারে বুঝায়,
অহুর মসদে পাপ হরে॥
আল্লা নাম ল'য়ে পূজনীয় হ'য়ে,
যিশু নাম ধ'রে মৃত বাঁচাইয়ে,
জগৎ মাঝারে, ব্যক্ত চরাচরে,
তোমারে বুঝিতে কে পারে॥
কৃষ্ণ নাম ল'য়ে পাপ আকর্ষি,
কালী নামে হ'য়ে কলুষ-বিনাশী,
দুর্গানাম ধরি দুর্গতি-হারিণী,
জীবকে তরাবার তরে॥
লোক-সাক্ষী হ'য়ে সূর্য্যনাম ধরি,
সিদ্ধিদাতা হ'য়ে সিদ্ধিদান করি,
শিবনাম ধরি শিব-প্রদ হ'য়ে,
পরিত্রাণ কর দাস কৃষ্ণেরে॥

প্রসাদী সুর। তাল—একতালা।

আমার মন হলো কুলটা নারী।
নানামতে বুঝাইয়ে তা'রে ফিরাতে নারি॥
তার মন যোগাইতে, আমার ঘুম হয় না মা দিনে রে'তে,
কেবল রত কুরতিতে, এমনই সে মা ভ্রষ্টাচারী॥
মা পতির ঘরে বসত ক'রে, সদাই উপপতির চিন্তা করে,
মা, সে পতির দিকে চায় না ফিরে, হ'য়ে বেড়ায় কামাচারী॥

সে যুবতী এমনি সতী, চব্বিশটী তার উপপতি,
ল'য়ে আমোদ করে দিবারাতি, যেন ঘর হয়েছে বেশ্যাবাড়ী॥
কৃষ্ণ বলে শোন মা তারা,
আমার সাধ্য নয় তায় বাধ্য করা,
তারে ক'রে দে নজর ছাড়া,
এমন মনের মরণ বাঞ্ছা আমি করি॥

প্রসাদী সুর। তাল—একতালা।

মা আমার বড় ভাবনা হলো।
তাল ছেড়ে মা, লেয়ে চাপড়, আমার কেবল দেওয়া হলো॥
যতনে যতেক ধন, ক'রে পাপে উপার্জ্জন,
যখন তুষেছিলাম মা প্রিয় জন,
তখন অনুগত সবাই ছিল॥
এখন জরাতে জারিত দে'খে,
কেউ শুধায় না আমায় ডে'কে,
বলে জ্বালালে গো আমাদিকে,
এমন মানুষ গেলেই ভাল॥
এদের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে,
তোর অভয় পদে মন না সঁপিয়ে,
কৃষ্ণদাসের ভবে এসে মা,
এ কূল ও কূল দুকূল গেল॥
সন্তান ব'লে মা নিজ গুণে,
যদি স্থান দিস্ মা ঐ চরণে,
তবেই আমার গতিমুক্তি,
নইলে কোথায় দাঁড়াই বল॥

প্রসাদীসুর। তাল – একতালা।

মন কেউ কারো নয় এ সংসারে।
ভেবে দেখ্ দেখি মন বিচার ক'রে॥
পত্নী-পুত্র-বন্ধু-মিত্র, আপন বলি ভাবিস্ যারে,
তোর দশা মলিন হ'লে,
কেউ ছোঁবে না তোয় ঘৃণা ক'রে॥
যখন ধন-উপার্জ্জন, করেছিলি তবিল ভ'রে,
তখন তরুদেহে লতার মত,
সবাই ছিল তোরে ঘে'রে॥
এখন ধন-উপার্জ্জন
শক্তি তোমার গেছে দূরে,
তাই শুষ্কতরু মনে ক'রে,
হেরে না কেউ আর তোমারে॥
কৃষ্ণ বলে বিনয় ক'রে,
কিছু সার নাই এ সংসারে,
যদি ভাব্‌তে পারিস মন,
সেই পরাৎপর সারাৎসারে॥

রাগিণী—শ্রী। তাল—যৎ।

জানি না সখি আমার এমন হবে!
গোকুল-মাণিক মোরে ভুলাইয়ে পলাইবে॥
আমার জনম কাঁদিয়া গেলে, কেমনে আর সহি বল,
দশম-দশা নিকট হ'ল, নবঘন-শ্যাম-অভাবে॥

বৃন্দাবন শূন্য ক'রে, গেছে লো শ্যাম মধুপুরে,
আবার কি শ্যাম ফিরে এসে, রাইকে বাঁচাবে ॥
কৃষ্ণ বলে শুন ধনি, কেন কাঁদ রাজ-নন্দিনি!
শত বৎসর পূর্ণ হ'লে, সুখের মিলন হবে ॥

রাগিণী—টৌরী। তাল—একতালা।

আছি দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে।
হারায়ে সম্বল, হয়েছি বিফল,
কেমনে যাইবে পারে ॥
হেরি আসক্তির খর স্রোতে, মায়া উর্ম্মি উঠে তাতে,
অহঙ্কার কল্লোলেতে, আমার জীবন শিহরে ॥
ছেড়ে গুরু-পদ-পল্লব, কিসে তরি এ ভবার্ণব,
তাহে মন মাঝি বিরূপ মম, সদাই আমারে ॥
ছ'জন সঙ্গী আমার জুটে, পারের সম্বল নিলে লুটে,
এখন কৃষ্ণ এসে কৃষ্ণদাসে, পার কর কৃপা করে ॥

প্রসাদী সুর। তাল—একতালা।

শোন মা শ্যামা তোরে বলি।
সাধনহীন কুপুত্র ব'লে যেন চরণ হ'তে দিস্‌না ঠেলি ॥
ঐ চরণ সম্বল ক'রে, কত জন মা গেছে ত'রে,
আমি কেবল রইলাম প'ড়ে, কেন আমার প্রতি বিরূপ হলি ॥
নিজ কর্ম্মে যদি মা তরি, বল তাতে তোর কি বাহাদুরি
আমার মত ভক্তিহীনে, যদি তরাস তবেই বলি ॥
কৃষ্ণ বলে শোন মা বলি, (আমার) সাধন-ভজন সময় গেছে চলি,
এখন অজপা মিলায়ে গেল, রসনায় বলাস্ কালী কালী ॥

প্রসাদী সুর। তাল—একতালা।

মায়ের বিচার নয় মা এমন।
মায়ের কুপুত্র সুপুত্র সমান, কমী বেশী নয় কখন॥
কেউ মলো মা মাথা ফেটে, কেউ গঙ্গা পেলে পায়ে হেঁটে,
তাদের সালোক্য সাযুজ্য দিয়ে, আমায় চরণ দিতে হলি কৃপণ॥
ন'মাস ন'দিন গর্ভে ধরে, সমান কষ্টে প্রসব ক'রে,
তাদের কারে ল'য়ে কোলে, আমায় দিলি জেলে,
কি দোষ দেখে বল না এখন॥
যদি বলিস্ কর্ম্মফলে, বল সে কর্ম্ম আমায় কে করালে,
যদি হৃদয়েতে যন্ত্রী হ'য়ে, চালাস্ মায়ার যন্ত্রে যারে যেমন॥
তুই যারে মা করিস দয়া, সেই তরে তোর অবিদ্যামায়া,
কৃষ্ণদাসে তোর কি করেছে, যে তার ঘুচালি না ভবের বাঁধন॥

রাগিণী—ছায়ানট্। তাল—আরথেমটা।

ওগো ত্রিনয়না, হয়ো না কৃপণা,
মা আমায় চরণ দিতে।
করিয়ে করুণা, রাখ মা এ জনা,
আমায় শমন আসিছে নিতে॥
ওগো ব্রহ্মময়ী তারা, আমায় পেয়ে চরণ ছাড়া,
রবি-সুত-দূত এসে, দেয় মা তাড়া;—
বিনে চরণ-তরি, বল মা কিসে তরি,
এখন শমন-সঙ্কট হ'তে॥

দেখিয়ে শমন ভয়েতে এখন,
তব পাদপদ্মে ল'য়েছি শরণ,
(ছেলের) ক্ষুধা পেলে তবে জননী বলিয়ে,
তার মনেতে পড়ে গো মা ব'লে ডাকিতে ॥
(যেমন) শিশুর বিক্রম করিয়ে রোদন
বাধ্য করে তার জননীর মন,
কৃষ্ণের নাই মা সাধন বল, চক্ষে নাই মা জল,
নির্গুণে স্বগুণে হবে চরণ দিতে ॥

রাগিণী—দেশখাম্বাজ। তাল—আরখেমটা।

ওহে দয়াময়, চরম সময়,
আমার হৃদয় কমলে হও হে উদয়।
ডাকি হে কাতরে, আমায় কৃপা ক'রে,
রক্ষা কর এই শমনেরই দায় ॥
কেহ নাই হে পক্ষ, ওহে বারিজাক্ষ,
বারিজ-নাথের পুত্র-ভয়ে রক্ষ ;
ল'য়েছি শরণ হ'য়ে সজলাক্ষ,
নাশিয়ে বিপক্ষ রাখহ আমায় ॥
ওহে অধোক্ষজ দিয়ে শ্রীপদ-পঙ্কজ,
এ ঘোর সঙ্কটে রক্ষ খগ-ধ্বজ,
(নইলে) কিসে হবে কাল তক্ষক দমন,
কাল বশে কালবিষে জেরেছে আমায় ॥
প্রভু নিবারণ কহেন বচন,
কৃষ্ণরে তোর ভয় কেন শমন কারণ,
তোরে দিয়েছি যে ধন, তাতে হয় শমন বারণ
ভজ্‌লে পাবি চরণ অন্তিম দশায় ॥

রাগিণী—মূলতান। তাল—একতালা।

রে মন ভাব সেই ব্রজনাথে।
এই দারাপত্য, সকলি অনিত্য,
কিছুই যাবেনা রে সাথে॥
সেই আনন্দ কন্দর রমার মন্দির,
যতন করিয়ে হৃদয়েতে ধর,
পাবি সর্ব্বানন্দ, যাবে নিরানন্দ;
শ্রীনন্দ-নন্দন-পরশেতে॥
মাখি তুলসীতে অগুরু চন্দন,
ইন্দিরা-বন্দিত পদে করি অর্পণ,
চিদানন্দ ধনে চিন্ত অনুক্ষণ,
এই ভবভয় এড়াতে॥
ভাগবত-প্রধান রসিকচন্দ্র কয়,
কৃষ্ণ. নে' রে তুই কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
হ'য়ে ভক্তিযুক্ত মনে, ভজ ভবারাধ্য ধনে,
সে ধন যাবে রে তোর সাথে॥

প্রসাদী সুর। একতালা।

মন কেন ভবে তাস খেলাতে এলি।
চার্ ইয়ারে খেল্‌তে ব'সে, আপন দোষে তুই হারিলি॥
আটখান কাগজ হাতে পেয়ে, গেলিরে তুই উন্মত্ত হয়ে,
তাসের বশে খেল্‌তে বসে. তুই আপন খেলা ভুলে গেলি॥

রঙের বিবি সাহেব টেক্কা পেয়ে,
ইস্তকবিস্তি না হাঁকিয়ে,
বিপক্ষের বদরঙের বিস্তি.
'ও তুই কেবল বাহাল ক'রে দিলি॥
সপ্ত ধাতু সাতা পেয়ে,
কোলের দশে তুরুক না মারিয়ে,
তুই দশের লোভ না ছাড়তে পেরে
অহঙ্কার গোলামে নয় ধরা দিলি॥
খেলায় ব'সে কেবল চুকে,
হারালে দাস রামকৃষ্ণকে,
তার হাতের পাঁচ চুলোয় দিয়ে,
ছক্কা-পঞ্জার হাতে বাঁধা দিলি॥

রাগিণী—টোরী। তাল—কাওয়ালী।

হরি কি হবে কি হবে হে আমার।
হারায়ে সম্বিত, হয়েছি ভয়ে ভীত,
দেখে রবির কুমার॥
আয়ু-রবি অস্তপ্রায়, তিলেক না ভাবি তায়,
পড়িয়ে এ ঘোর মায়ায়, সদা করি 'আমার আমার'॥
জীবনের সন্ধ্যা হ'ল, না ভাবিনু পরকাল,
কালে কালে কাল ফুরাল, কেবল বিফলে এবার॥
প্রাণরূপ মহাসিংহ হেরি কাল-গুহাগত,
নির্ভয়েতে আসি এবে মৃত্যুরূপ দন্তি-যুথ,
কৃষ্ণের হৃদয় করে দলিত,
এসে'রক্ষা কর যশোদা-কুমার॥

রাগিণী—গৌর সারঙ্গ। তাল—কাওয়ালী।

মন কি তোমার কভু, হবে না সকাল।
বিষয় সুখ-শয্যায় শুয়ে, আর কত ঘুমাবে বল॥
কামনা কামিনী পেয়ে, পাশ ফের না (তায়) তেয়াগিয়ে,
তাহে দেখিছ আশার স্বপ্ন, তুমি সতত কেবল॥
(থেকে) অজ্ঞান আলস্যে প'ড়ে, হেরিলে না প্রবোধ কুমারে,
তবে পুন্নাম নরক হ'তে, তোরে কে তরাবে বল॥
গৃহ-কর্ম্ম তোমার করিতে, কভু সাধ না হলো চিতে,
কৃষ্ণ জ্বলিল তোমার চিতে, তবু চক্ষু নাহি মেল॥

রাগিণী - জয়জয়ন্তি। তাল—আড়াঠেকা।

কেমনে বলিলি শ্রীদাম, ওরে বিদায় দিতে কানায়েরে।
আমার নাইরে সম্বল, আমি কেবল,
গোপাল ধনে ধনিনীরে॥
ওরে গোপালে পাঠায়ে বনে,
আমি অন্ধকার হেরি নয়নে;
আমি হই মণিহারা ফণিনীর প্রায়,
বৎসহীনা গাভী যেন রে॥
আমার ঘরে রেখে মাখন চোরা,
আজ গো-পাল ল'য়ে যা বাপ তোরা,
আমায় করিস্ না বাপ গোপাল-হারা,
আমি তোদের করে ধরি রে॥

কৃষ্ণদাস কয় বিনয় ক'রে,
মা, তাও কি কখন হতে পারে,
হঁ্যা মা, শ্রীদাম যাবে কেমন ক'রে,
ছায়া যায় কি কায়া ছেড়ে ॥

রাগিণী—দেশ খাম্বাজ। তাল—ঝাঁপতাল।

মা কেঁদনা কেঁদনা রাণি! আমরা এনে দিব তোর নীলমণি।
তোর কানাই কভু মানুষ নয় মা
আমরা কানাইএর গুণ বিশেষ জানি ॥
আমরা সবাই গোষ্ঠে গেলে,
এসে ইন্দ্র-আদি দিক্‌পালে,
ভাসে তারা নয়ন জলে,
ধ'রে তোর কানাইএর পা দুখানি ॥
আসি সিংহ পৃষ্ঠে এক নারী,
আমরা, কে বটে, তা বুঝ্‌তে নারি,
মা ত্বরায় তোর কানাইএ কোলে করি,
দশ করে খাওয়ায় নবনী ॥
কেউ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মচারী,
কেউ ন্যাংটা জটে ত্রিশূল-ধারী,
আসি বলে কৃপা কর হরি,
দাও কৃষ্ণদাসে পা দুখানি ॥

রাগিণী—বেহাগ খাম্বাজ। তাল—আড়াঠেকা।

শ্রীদাম দিলাম তোদেরই করে।
আমার দারিদ্রেরই ধন হৃদয়ের মাণিক,
যোগিন্দ্রি যেন পাইরে ফিরে ॥

এই দেখ শ্রীমুখ-কমল, যেন নীল শতদল,
ঘুরে বনপথে রবির তাপে
(দেখিস) শুকায়ে যেন যায় না ঝ'রে ॥
পিয়াসী চাতকী যথা চেয়ে থাকে মেঘ পানে,
তেমতি রহিনু আমি সতত আকুল প্রাণে,
যেন কাল বজ্র হৃদে নাহি হানে ;
(দেখিস) এসে নিদারুণ কংস-চরে ॥
কাতর-অন্তরে কৃষ্ণদাস কয়,
অকারণে রাণি ! কেন কর ভয়,
তোমার কুমার জগৎ ঈশ্বর,
তাঁহারই নামে শমন ডরে ॥

রাগিণী—বিভাস। তাল—আরখেমটা।

সুবল বল্, ওরে বল্, তোর চক্ষু কেন করে ছলছল।
ওকে দেখেরে তোর ছল, আমার চক্ষে আসে জল,
গোপালের আমার কি হয়েছে বল ॥
ওরে নিশা-শেষে আমি দেখেছি স্বপন,
কালিন্দীর জলে আমার ডুবিল নীল রতন,
তবে সত্য কি হলোরে নিশার স্বপন,
তোরে দেখে আমার প্রাণ হতেছে চঞ্চল ॥
(আমি) হ'য়ে গোপাল হারা, দিনে দেখি তারা,
আমার নয়নেতে বহে তারাকারা ধারা,
(আমি) যাব কি সাগরে, সুবল বলে দে আমারে,
(তবে) নন্দ রাজার নাম সত্যই কি ডুবিল ॥

কৃষ্ণদাসের বাণী, শুন নন্দ-রাণি!
দমন ক'রে ফণী, কোলে আস্‌বে তোর নীলমণি;
নয় সামান্য তোর পুত্র, ধ'রে কর্ম্মসূত্র,
কালীয় নাগেরে দিলেন কর্ম্মফল ॥

রাগিণী—সুরট মল্লার। তাল—কাওয়ালী।

হরি কি দিয়ে পূজিব তোমারে।
তুমি হে জগত, তোমাতে জগত,
তোমা ছাড়া নাই জগত বাহিরে ॥
বিশ্বের আধারে কি দিব আসন,
সর্ব্ব স্বচ্ছের কিবা পাদ্য প্রয়োজন,
বিশ্বোদরের কোথা বস্ত্র-আভরণ,
নিরালম্ব কোথায় যজ্ঞ সূত্র ধরে ॥
তুমি হে নির্লিপ্ত বাসনা-রহিত,
গন্ধ পুষ্প দানে কি করি মোহিত,
নিত্য তৃপ্ত তুমি কি দিব নৈবেদ্য,
হরি কি দক্ষিণা দিব তোমারে ॥
(গোসাই) রসিকানন্দ, কৃষ্ণদাসে কহেন বচন,
কর অশনে পূজন, গমনে বেষ্টন,
শয়নে প্রণতি, বচনেতে স্তুতি,
(সর্ব্বে) হের রূপ, ব্যজন কর শ্বাস-চামরে ॥

রাগিণী—সিন্ধু খাম্বাজ। তাল—ঝাঁপতাল।

মন। তুমিরে আর কতদিন ভবের খেলায় ভুলে রবে।
খেলার সঙ্গী আছে যারা
তারা তোমায় পাকে ফেলে ডুবাইবে ॥

খেলার ঘর পেয়ে এই পঞ্চ-কোষী,
সুখে খেল্‌ছ ব'সে দিবানিশি,
কভু হেরনারে উদয়াস্ত রবি-শশী,
ভেবে দিন এমনি যাবে॥
জুটে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে,
কর্ম্মকর্ত্তা আর পাঁচটাতে,
দিয়ে খেলার জিনিষ বিষয় পঞ্চ,
ওরে তোমার মন ভুলায় এবে॥
দ্বিজ মাধবগিরি, কৃষ্ণদাসে ভণে,
অপান ল'য়ে তুই দেরে প্রাণে,
প্রাণ দেরে পুনঃ অপানে,
(তবে তোমার) ভবের খেলার ভুল কাটিবে॥

রাগিণী—সুরট। তাল—একতালা।

কেন সুখের বাসনা কর অনুক্ষণ।
কি সুখ লভিতে আইলি ধরাতে,
কি সুখ পাইয়ে, ভুলিলিরে মন!!
জননী জঠরে থাকিয়ে কঠোরে,
ব'লেছিলি হরি পূজিব তোমারে,
আসিয়ে এখন এ ভব সংসারে,
বিষয় সুখেতে ম'জে গেলি মন!
যাদের পাইয়ে ভুলেছ হরিরে,
কেহ না রাখিতে পারিবে রে তোরে,
কৃতান্ত-কিঙ্করে কেশে ধর্‌লে পরে,
কোথায় রবে তোমার পুত্র-পরিজন—

যদি সুখ-বাঞ্ছা থাকেরে অন্তরে,
(তবে) ঐহিকের সুখ সদা তুচ্ছ ক'রে,
কৃষ্ণের অন্তর যেন ভাবে নিরন্তর,
রাধা-কৃষ্ণের ঐ যুগল চরণ ॥

রাগিণী—দেশ মল্লার। তাল—কাওয়ালী।

কেন 'আমি' 'আমি' করি বল না ভাই।
কেবা আমি হই, কোন্ স্থানে রই,
'আমি' খুঁজিয়ে কভু নাহিরে পাই ॥
কোথাকার আমি কোথা হ'তে এসে,
সাগর-তরঙ্গ (সম) যাই ভেসে ভেসে,
কেবা পাঠাইল, কে লইবে শেষে,
এ রহস্য-কথা কারে বা শুধাই ॥
বাতাসেতে আমি হই একজন,
বাতাসেই পুনঃ আমার মিলন,
এ খেলা কাহার, কে দেবে বলিয়ে,
আমি কাহার নিকট শুধাতে যাই—
কৃষ্ণদাসে প্রভু নিবারণ ভাসে,
একা বহু হ'য়ে (যিনি) এ বিশ্ব প্রকাশে,
তাঁ'হতে উৎপত্তি, (পুনঃ) তাঁতেই নিবৃত্তি,
তিনি ছাড়া বিশ্বে কিছুত নাই ॥

রাগিণী—মাজ খাম্বাজ। তাল—একতালা।

হরি আমি কি পাতকী, হইয়ে ভবেতে পড়িয়ে র'ব।
এসেছ ধরাতে, পাতকী তরাতে,
তবে কেন পদ নাহি হে পাব ॥

তুমি হে পাতকি-তারণ,   ভবে নাম ল'য়েছ কেন,
যদি না করিবে দয়া, দিয়ে পদ-ছায়া,
তবে বল কার কাছেতে যাব ॥
(হরি) শ্রীমুখে বলেছ 'জীব তরাতে,
অবতীর্ণ হ'য়ে আসি এ জগতে',
(আমি) নহি ত তোমার জগত-বাহিরে,
(হরি) তবে কৃপা-বারি কেন না পাব ॥
বেদে বলে তোমায় অধম-তারণ,
মোর সম অধম আছে কোন্ জন ?
(বেদের) পাইয়ে আশ্বাস, কহে কৃষ্ণদাস,
অনায়াসে তোমার কোলেতে যাব ॥

বাউল।

মন যদি তোর বিষয়-বিষ না ছাড়ে।
তবে প'রে গৈরিক, মুড়ায়ে মাথা,
বল্ তাতে তোর কি করে ॥
ত্যজ্য ক'রে পোষাক-পরিচ্ছদ,
মন! ভেবেছ কি পাবে ব্রহ্ম-পদ;
দেখ অজগরে বিষ না ছাড়ে,
তার গায়ের খোলস ত্যাগ ক'রে ॥
ভেবেছ মন! স্নান ক'রে দু'বেলা,
ওসে ধুয়ে লবে বিষয়-গন্ধ আর পাপের ময়লা,
দেখ মীন সদা রয় জলের মাঝে,
বল্ তাতে কি তার গায়ের গন্ধ যায় ছেড়ে ॥

ভাগবত-প্রধান রসিকচন্দ্র কয়,
কৃষ্ণরে তোর কৃষ্ণ পেতে যদি বাঞ্ছা হয়,
তবে হ'য়ে সদা যুক্ত, কৃষ্ণ ভজরে নিত্য,
মজ কৃষ্ণ-প্রেমে সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে॥

কীর্ত্তনাঙ্গ। তাল—একতালা।

আমার হৃদি বৃন্দাবনে, প্রেম-নিকেতনে,
একবার এস হে প্রাণের হরি।
আমি নয়ন মুদিয়ে, পুলকিত হ'য়ে,
হিয়ার মাঝেতে হেরি॥
আমার এ পরা ভকতি, ল'য়ে রাধা সতী,
দাঁড়াও হ'য়ে মুরলী ধারী॥
ল'য়ে মোর বাঁশরী, বলিয়ে কিশোরী,
সতত বাজাও হে হরি॥
দিয়ে নয়ন-সলিল, ধোয়াই ও পদ যুগল,
এই বাসনা কেবল করি॥
আমি দিয়ে কর্ম্মফল, প্রেম-অশ্রুজল,
সদা তোমার অর্চ্চনা করি॥
দিয়ে বাসনা-কুসুম, আর শ্রদ্ধা-কুঙ্কুম,
তব চরণ পূজা করি॥
দিয়ে জ্ঞান-দীপ জেলে, আনি প্রীতি-তুলসী তুলে,
দিই পদে চন্দন-কস্তুরী॥
গোঁসাই রসিকের উক্তি, বিনা প্রেম-ভক্তি,
তুই কেমনে পাইবি হরি॥

কৃষ্ণ বৃথা কর আশা, তোর নাহিক ভরসা,
পদ গোপীতে ল'য়েছে হরি ॥

রাগিণী—সারঙ্গ। তাল—কাওয়ালী।

এলোকেশে, এলো কে সে, ঐ নীল-বরণা।
মুণ্ডমালা শবাসনা কে রে বামা,
স-বাসনা হেরি দিগ্-বসনা ॥
ভয়ঙ্কর-রূপ-ধরা পদ ভরে কাঁপে ধরা,
ধ'রে অসি দৈত্য নাশি, কেরে রণ-মগনা ॥
নর-করে কটি ঘেরা, রসনায় রুধির-ধারা,
অসি-মুণ্ড-বরাভয় ধরা, আরক্তিম ত্রিনয়না ॥
ষড়্ রস শরীরে ধ'রে, কে রে বামা কে বিহরে,
মুণ্ড কাটি পদে ধ'রে, করেন এ কি করুণা ॥
কৃষ্ণদাস না করি চিন্তে, এ নারীকে নারে চিন্তে
অন্তে যেন পদ-প্রান্তে, মন হয় মা মগনা ॥

রাগিণী—কানড়া। তাল—ঢিমে।

এ কার রমণী-মণি কাল বরণী ॥
চিন্‌তে নারি এ নারীকে, জিন্‌তে নারি এ নারী কে,
কাল-ঘরণী বুঝি কাল-বারিণী ॥
ঘোর ঘটা হাস্যচ্ছটা, দাপে কাঁপে ব্রহ্মাণ্ডটা,
হুঙ্কারে বজ্রনাদে, (প্রলয়) বিষাণ সম ঘোর নাদিনী ॥
হানিছে ভীষণ অসি, (যেন) খেলিছে বিজলী আসি,
(বুঝি) দহিল দানব কুল অকুল-কামিনী ॥

বিনাশি দানব-সেনা, শুষিছে রুধির-কণা,
(নাশি) কামরূপ রক্তবীজে,
কৃষ্ণদাসের হও রিপু-দলনী ॥

রাগিণী—গৌরী। তাল—একতালা।

শ্যামা তোরে কে বলে মা মেয়ে।
কভু ভবের ঘাটের পদতরি ল'য়ে,
থাকিস্ পারের নেয়ে হ'য়ে ॥
রামরূপ ধরি করে ল'য়ে ধনু,
সাগর বাঁধিলি সহায় ক'রে হনু,
রাবণে বধিলি সীতায় উদ্ধারিলি
এলি বিভীষণে রাজ্য দিয়ে ॥
বৃন্দাবনে এসে ল'য়ে রাখালগণে,
গোধন চরালি ঘুরে বনে বনে,
যশোদায় মা বলিলি, গোপীর কুল মজালি,
মোহন বাঁশীতে গান গেয়ে ॥
নবদ্বীপে এসে শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে,
জগৎ মাতালি হরিনাম বিলাইয়ে,
কৃষ্ণদাসের মন কেন না মজালি,
তারে কৃষ্ণ-প্রেম না দিয়ে ॥

রাগিণী—জয়জয়ন্তি। তাল—ঝাঁপতাল।

তুই মা কেমন দয়াময়ী সেই দিনেতে বোঝা যাবে।
আমার শেষে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'বে, অজপা ফুরাবে যবে ॥

আমার ভাই-বন্ধু-সুত-দারা,
যেদিন ত্যজ্য কর্‌বে তা'রা,
দেখিস্ মাগো ভবদারা,
সে দিন তো বিনে আর কে বা র'বে ॥
সেই একাকী অজানা পথে,
মা যেতে হবে শূন্য হাতে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা পেলে পথে,
বল্ তো বিনে কে খেতে দিবে ॥
মা অকৃতী সন্তানের প্রতি,
মায়ের দয়া হয় মা অতি,
এ দীন হীন রামকৃষ্ণদাসে,
বল তো বিনে কে কোলে লবে ॥

রাগিণী—জয় জয়ন্তি। তাল—আড়াঠেকা।

আন্‌তে বারি, যমুনারি, বল রাধে তুই কেন গেলি।
যমুনারই কুলে গিয়ে কুল-কলসী ভাসাইলি ॥
জল আন্‌বার করে ছলা, হের্‌তে গেলি চিকণ-কালা,
হ'য়ে কুলের কুলবালা, লাজে জলাঞ্জলি দিলি ॥
(ওলো) কিরূপ দে'খে গেলি ভুলে,
তিন দিকে সে বেঁকে চলে,
(আমার) দে'খে অঙ্গ যায়গো জ্ব'লে,
(ওলো) সেই রূপেতে প্রাণ সঁপিলি ॥
(ওলো) ভাল নয় লো কোন কালে,
গরু চরায় সে এই গোকুলে,
সবাই তারে কাল বলে,
সে রূপ জগৎ আলো তুই দেখিলি ॥

রাগিণী—ছায়ানট। তাল—কাওয়ালী।

ওলো কুটিলে ননদিনি!
কানাইএর গুণ কি দেখিবি ওলো কুলোচনী॥
নবীন নাগর শ্যাম রূপের সে খনি,
(সেরূপ) দেখ্‌বি কি লো, আছে কি তোর নয়নের মণি,
ওলো কাল নয় সে কেলে সোণা, নীলকান্তমণি,
আমি তাঁরে না হের্‌লে হই, মণিহারা ফণী॥
আমি সাধ ক'রে কি কুল-কলসী, দিই লো ননদিনী!
(ওলো) আমার তরে গোলোক ছেড়ে
এলেন হ'য়ে বংশীপাণি,
ত্রিভঙ্গেতে তিন গুণেতে রচি ত্রিভুবন তিনি,
সৃজন পালন করেন এই আশি লক্ষ যোনি॥
পাপে ভরা হয়ে ধরা, গেলেন যথায় চিন্তামণি,
তাই গোরূপা ধরার ভার, এসে নিলেন আপনি,
কাল বরণ নয় লো তাঁর, কাল-বারণ তিনি,
(ঐ দেখ) কৃষ্ণদাসের দমন করেন, কালরূপ কালফণী॥

রাগিণী—বেহাগ। তাল—একতালা।

সখি বলো শ্যাম-চরণে।
সতত দহিছে রাধা তোমা বিহনে॥
দুর্জ্জয় মানের তরে, কাঁদায়ে ছিলাম তাঁহারে,
সেই অভিমান মনে ক'রে, আমায় কি ভাবে না মনে॥
প্রণয় সোহাগ ভরে, না হয় ব'লেছিলাম কটু তাঁরে,
প্রণয়-ভাজন হ'য়ে, তা কি আছে রাখিতে মনে॥

অনুগত ভাবি মনে, দোষ ক'মি নিজ গুণে,
আসিয়ে এই বৃন্দাবনে, রাধায় বাঁচাতে প্রাণে॥
শুন কৃষ্ণদাসের বাণী কেন ভাব রাই কমলিনি!
কভু রাধা ছাড়া নয় গো তিনি, বাঁধা জীবন-মরণে॥

রাগিণী—বেহাগ। তাল—আড়াঠেকা।

সখি বলো বলো রাধারই পদে।
সতত জাগিছে রাধা আমারি হৃদে॥
প্রেমের গুরু রাধা আমার,
আমি শিষ্য হইগো রাধার,
রাধা মন্ত্র জপি সদা,
বিপদ্-সম্পদে॥
রাধার ঋণে এমনি বাঁধা,
লিখেছি নাম শিরে রাধা,
রাধা-গুণ গাহি সদা,
কেবল বাঁশীতে॥
রাধারই প্রেমের দায়,
একদিন যেতে হবে সেই নদীয়ায়,
রাধার প্রেমে মত্ত হ'য়ে,
বেড়াতে হবে কেঁদে কেঁদে॥
কৃষ্ণদাস কি করে চিন্তে,
নারি আমি রাধায় চিন্‌তে,
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে,
প'ড়ে আছে যে পদে॥

রাগিণী - রামকেলী। তাল — কাওয়ালী।

প্রভাত৷ হইল বুঝি বিরহ ঘোর যামিনী।
উদিত হইল এসে, শ্যামরূপ দিনমণি॥
গাহিল কোকিল-কুল, মাতিল ভ্রমর দল,
ফুটিল কমল ফুল, মুদিল দুঃখ কুমদিনী॥
বহিয়ে মলয়ানিল, নাচিয়ে ময়ূর দল,
ফুটিয়ে বনের ফুল, জানালো শ্যাম-আগমনী—
দিয়ে পদ কৃষ্ণদাসে, দাড়ালো রাই হেসে হেসে,
শ্যাম-সূর্য্য কোলে এসে, মিলিল রাই কমলিনী॥

রাগিণী— কামোদ। তাল—সুরফাঁকতাল।

কে বিহরে এই হৃদয় সরোজে।
ভুবন-সুন্দর, জগত মনোহব,
হের হরি-হর-রূপ বিরাজে॥
(আধ) শ্যাম সুন্দর নবীন জলধর, আধ কলেবর রজত ভূধর,
আধ মণি পরে ফণি গরজে, আধ শশী ভালে তিলক সাজে॥
আধ শিরে জটায় খেলিছে সুরধূনী,
আধ শিখি-চূড়ে রাধানাম লিখনি,
এক কর্ণ'পর শোভিছে ধুস্তুর,
অপরে মকর-কুণ্ডল সাজে॥
আধ গলে দোলে নর-অস্থি-মালা,
আধ কৌস্তুভ (সহ) বনফুল মালা,
এক করে শিঙ্গা বলিছে সীতারাম,
দ্বিতীয়ে রাধা রাধা বাঁশীতে বাজে॥

বাঘছালে আছে আধ কটি ঘেরা,
আধ কটিতটে পীতধটী পরা,
এক চরণ'-পর সজল-বিল্বদল,
দ্বিতীয়ে চন্দন-তুলসী রাজে ॥
আধ বৃষ-বরে করিয়ে আসন,
আধ খগরাজে লইয়ে বাহন,
হিয়ার মাঝারে হরি-হর হে'রে,
রামকৃষ্ণদাস ও পদে মজে ॥

প্রসাদী সুর।

একবার নে মা আমায় কোলে ক'রে।
মাতৃহীন বালকের মত, আর কতদিন থাক্‌বো প'ড়ে ॥

ভবের কাদা মেখে গায়ে,
কেমন সেজেছি মা দেখ্‌না চেয়ে,
তোর কৃপাবারি আমায় দিয়ে,
ধুয়ে নে' মা ত্বরায় ক'রে ॥

করি প্রতিবারে ধূলা-খেলা,
আমার হয়েছে তাই গায়ে ময়লা,
ঘুচায়ে দে মা পাপের ময়লা,
বিবেক্‌-হলুদ মাখায়ে মোরে ॥

দেখ্‌ চোখ হয়েছে রং ফ্যাকাসে,
আমায় জ্ঞানের কাজল আয় মা দিসে,
দিয়ে সোহাগের টিপ ভালে শেষে,
র'খে বেঁধে দে মা শিরে ॥

এ দীন হীন রাম কৃষ্ণদাসে,
সাজায়ে দে মা দিব্য বেশে,
আমার সজ্জা হেরে আদর ক'রে,
বিমাতা ও যেন হৃদে ধরে॥

রাগিণী—পরজ বাহার। তাল—ধামার।

ধন্য ধন্য ধন্য সেই, ইন্দ্রদ্যুম্ন নর রায়,
যাঁহার পুণ্যের ফলে,
এলেন জগন্নাথ এ ধরায়।
যাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি, রহিবে যাবৎ পৃথ্বী,
উড়িছে অক্ষয়-ধ্বজ, যাঁহার যশ-প্রভায়॥
ভক্তি বলে অবহেলে, আনিয়ে এই নীলাচলে,
গোলকের নীলকমলে, স্থাপিলেন এ ধরায়॥
রত্নবেদীর উপরে, সতত বিরাজ করে,
জগন্নাথ আর বলরাম, মধ্যে রাখি সুভদ্রায়॥
আনন্দ বাজার হে'রে, হৃদয় আনন্দে ভরে,
বহু বর্ণ নারী নরে; রমাপ্রসাদ বিতরয়—
যে প্রসাদ ভুঞ্জিলে পরে, চতুর্ব্বর্ণ জীবে তরে,
কৃষ্ণদাসে কৃপা ক'রে, দিও অন্তিম দশায়॥

রাগিণী—বেহাগ মিশ্র। তাল—আড়াঠেকা।

হরি আমায় এ কোথায় আনিলে।
সংসার মরুতে ফেলে, এখন নিজে লুকালে॥
ত্রিবিধ আতপ তাপে, দহি সদা মনস্তাপে,
সহিতে পারি না আর, কেবল মরি যে জ্ব'লে॥

আশা, মরীচিকা হ'য়ে, বঞ্চনা সদা করিয়ে,
পিপাসা দেয় বাড়ায়ে, তাহে বারিবিন্দু না মেলে ॥
কামনা ক্ষুধায় মোর, অস্থির করে অন্তর,
অহঙ্কার সিরকোরে, এ প্রাণ শুষিয়ে নিলে ॥
নাহি পিতা, নাহি মাতা, কে করে মমতা হেথা,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় দাতা, হরি তোমায় সকলে বলে ॥
মর-দগ্ধ কৃষ্ণদাসে, হরি শীতল কর ত্বরায় এসে,
স্থান দাও হে কৃপা ক'রে, পদ পান্থ-পাদপ মূলে ॥

প্রসাদী সুর।

(বল) মা তোরে কে ভাল বলে।
বেশ কীর্ত্তি দেখালি তুই, পতি হৃদি পদে দ'লে ॥
যে তোমার গো হয় মা আপন,
তার দিকে ফিরাও না নয়ন,
প্রমাণ তার লঙ্কেশ্বর রাবণ,
সবংশে তায় বিনাশিলে ॥
দক্ষরাজা তোমার পিতা,
তার কর্‌লে অজের মাথা,
ক'রে ভূতের কাণ্ড লণ্ডভণ্ড,
তার যজ্ঞ বিনাশিলে ॥
রাজা সুরথ তোমায় পূজিল,
লক্ষ অজ বলি দিল,
(শেষে) দিয়ে তারে বিষম শাস্তি,
ফেলে দিলি কাল কবলে ॥

পাতালেতে মহীরাবণ,
পূজেছিল তোমার চরণ,
তায় নাশিতে নিজ-হাতের
অসি কপিরাজে দিলে ॥
ইন্দ্রালয়ে তোর পূজার তরে,
ফুল যোগাত নীলাম্বরে,
(মা) বিনা দোষে তায় অভিশাপি,
পাঠালে ব্যাধের কুলে ॥
কৃষ্ণদাস তুই মনের খেদে,
দিস্ না রে দোষ মায়ের পদে,
(ওরে) অগ্নিতে পুড়িলে অঙ্গ,
দেখ শীতল হয়রে সেই তাপ দিলে ॥

রাগিণী—ভৈরবী। তাল রূপক।

ও মিতি উচ্চারিয়ে, চিদ্‌ঘন চিন্তিয়ে,
কভু ত দিই নাই তুলসী চন্দন।
ন—মি নারায়ণ, শ্রীনন্দ-নন্দন,
না ভাবি নিরন্তর নিন্দার ভাজন ॥
মো—হিত মোহ-মদে, মাতিয়ে সম্পদে,
মন-প্রাণ মম মজে না শ্রীপদে ;—
ভ—বারাধ্য ধন ভাবি নাই কখন,
ভবরোগ হ'তে লভিতে পরিত্রাণ ॥
গ—তাগতি করি, গতি-শক্তি হরি,
গিয়াছে,আমার গোলক বিহারি ;—

ব—শীভূত নহে বদন আমার
বচনে কভুত করে না বন্দন—
তে—মন সাধ্য নাই ত্রিতাপ বারিতে,
বৈতরণী তীরে পেয়ে ভয় চিতে,
বা—হু প্রসারিয়ে, ব্যাকুল হইয়ে,
বলি, বারে বারে রাখ বারিদ বরণ ॥
সু—ত প্রতি চাহি করুণ নয়নে, সকল সংশয় ছেদ সুদর্শনে,
দে—বকী নন্দন, দেহি দরশন,
দীন হীন জনে হে দীন তারণ—
বা—সনা বাগুরায় বন্দী নানামতে,
বান্ধব নাহি কেহ বন্ধন নিবারিতে,
য—থা তথা জনমিলে ও কৃষ্ণদাস,
যেন যায় জীবন তার জপি জনার্দ্দন ॥

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—কাওয়ালী।

মরি হায় হায়! খেদে প্রাণ যে যায়।
বিষয় মদে মত্ত হ'য়ে, হরি পদে মন না ধায় ॥
কি কর্ম্ম কর্‌তে এসে, কিবা হলো আমার শেষে,
মরি কেবল আপ্‌শোষে, বিফলে জীবন যায় ॥
আসিয়ে এই ধরাধামে, রতি না হইল নামে,
ঘেরিল কেবল কামে, এই আশার আশায় ॥
প্রভাত না হ'তে উঠি, করি কেবল ছুটাছুটী,
এবে ছুটীর সময় হলো, কভু নাহি ভাবি তায় ॥

হইল শমনাগত, কৃষ্ণদাস তাই ভাবিত,
ডাকে অজামীলের মত, এসে রাখ হরি রাঙ্গা পায়॥

রাগিণী—জাজমল্লার (মিশ্র)। তাল—কাওয়ালী।

হরি কি খেলা পেতেছ ভব সংসারে।
তোমার খেলায় জগৎ মুগ্ধ, কে বুঝে চরাচরে॥
মায়া তার ল'য়ে হাতে, রেখেছ জীব জুড়ে তাতে,
(হরি) নাচাও কাঁদাও তুমি, টানি তারে তারে॥
কারে সাজাও রাজবেশে, কারো কটি কাষায় ক'সে,
(হরি) পথের ভিখারী করি, ঘুরাও দ্বারে দ্বারে॥
কারে কর অসুর বিজয়ী, কারে কর শয্যাশায়ী,
(হরি) কাহার কুমারে ল'য়ে, দাও কাহার ক্রোড়ে—
বেঁধে কৃষ্ণদাসে মায়াডোরে, ঘুরাও তারে বারে বারে,
(হরি) সে ডোর কাটিয়া তার, তার হে তারে মুরারে!

রাগিণী—দেশ। তাল—জলদ একতালা।

সুখ পেতে চাই, কোথা গেলে পাই,
কে দিবে বলিয়ে, যাব তার ঠাঁই।
সংসার ভিতরে, বেড়াই ঘুরে ঘুরে,
শান্তিসুখ কভু খুঁজিয়ে না পাই॥
কুমার কুমারী সহধর্ম্মিনী নারী,
সুখ বাঞ্ছা করি হৃদয়েতে ধরি,
কৈ সুখ ত হলোনা, বাড়িল যাতনা,
যেন দাব দগ্ধ মৃগ ছুটিয়া পলাই॥

ভাবিনু ধনেতে পাইব সে সুখ,
উপার্জ্জন করি পেয়ে নানা দুখ,
নারিল সে ধনে দিতে শান্তিসুখ,
কেবল ফেলিল কুপথে আশারে বাড়াই ॥
রূপ রস আদি বিষয় পঙ্কে মজি,
আজন্ম ঘুরিনু যেই সুখ খুঁজি,
সুখ না মিলিল, দুঃখে জর্জ্জরিল,
সে সুখ কি তবে পৃথিবীতে নাই ॥
কৃষ্ণদাস কয় দুখের ধরায়,
সুখ আশা দিয়ে যে আনিল হায়!
আনি লুকাইল, দেখা নাহি দিল,
তাঁরে খুঁজি আমি সতত বেড়াই ॥

রাগিণী—ভীমপলশ্রী। তাল—জলদ একতালা।

বল ভাই সবাই মিলে, "এই দেহে" কেন (লোকে) 'মানুষ' বলে।
এ যে বালির উপর জলবিন্দু, শুকায়ে যায় চোখের পলে ॥
ক্ষিতি, অপ্, তেজ ল'য়ে, বায়ু, ব্যোম তায় মিশায়ে,
মানুষ-কায়া, পাঁচের ছায়া, হয় পাঁচের সহ মিলন হ'লে ॥
পাঁচ মিলে গেলে পাঁচে, ছায়ার কায়া যাবে ঘুচে,
যেমন জলবিম্ব জলে উঠিয়ে, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে ॥
মানুষ হ'তে মানুষ চেনা, মানসেতে যায় না জানা,
গোসাই রসিক বলে কৃষ্ণদাসে, চিন্‌লে মানুষ যায়রে গ'লে ॥

প্রসাদী সুর। তাল—একতালা।

মন কেন কর বাদাবাদি।
শক্তি ব্রহ্ম পৃথক্ কিরে আছে সৃষ্টিকালাবধি ॥
সূর্য্য আর সূর্য্যতেজে, ভাব্‌লে পৃথক্ হয় কি কাজে,
না ত্যজে অনল কভু, গুণ তার শৈত্য বিরোধী ॥
যেই ব্রহ্ম সেই শক্তি, বেদ পুরাণের উক্তি,
নারে কেহ পৃথক্ কর্‌তে, জলের শীতলতা নিরবধি ॥
কৃষ্ণদাস তুই দ্বিধা ভেবে, গোলোক ধাঁধায় পড়্‌লি এবে,
দেখ ব্রহ্মবীজ, অঙ্কুর শক্তি, বুঝ্‌বি ভেবে দেখিস্ যদি ॥

রাগিণী—বৃন্দাবনী সারঙ্গ। তাল—কাওয়ালী।

কেন বৃথা খোঁজ সুখ বলনা তাই।
ভেবে দেখ মনে সকলি ত সুখ,
দুখ ব'লে ভবে কিছু ত নাই ॥
ধরা রূপ ধরি তোরে কোলে ল'য়ে,
শীতল করিছে সলিল হইয়ে,
রাখিছে পরাণ প্রাণ বায়ু হ'য়ে,
তাঁরে কেন তুমি ভাবনা ভাই ॥
তেজ-রূপ ধরি দৃষ্টি দান করি,
জগৎ দেখালে প্রেমময় হরি,
সে প্রেমে মাতিয়ে, অন্তরে কাঁদিয়ে,
তোর নয়নে সলিল বহিল কই ॥
জনক-রূপেতে দিয়ে জন্ম-দান,
জননী-আকারে করালেন স্তন্য পান,
সেই সুখময় হরি, সর্ব্বরূপ ধরি,
বিরাজিছে দেখ বারেক চাই ॥

যদি কৃষ্ণদাস কর সুখ-আশ,
ত্যজি বিষয়-আশ হও কৃষ্ণ-দাস,
যাবে নিরানন্দ, বাড়িবে আনন্দ,
তবে কি আনন্দ দেখ মরতে এই ॥

রাগিণী—বেহাগ খাম্বাজ। তাল—আড়াঠেকা।

এবার হাট করিলি ভাল।
ভবের হাটে লোকে এসে, দ্বিগুণ লাভ কর্‌ল ব'সে,
তোর যে মূলধন গেল ॥
যা' পেয়েছিলি পুঁজি এবার,
ছয় শতাধিক একুশ হাজার,
প্রতিদিন খরচা হলোরে তোর,
তবে বল কি লাভ হলো ॥
কর্ম্মচারী কয়জন জুটে,
তোর লাভে-মূলে নিল লুটে,
কেবল ভূতের ব্যাগার মর্‌লি খেটে,
মহাজনের পুঁজি ঘাঁটতি হ'ল ॥
লাভের তরে ব্যবসা ক'রে,
কৃষ্ণদাস তুই পড়্‌লি ফেরে,
এখন মূল হারায়ে দোকান ছেড়ে,
তোরে পলাতে হলো ॥

রাগিণী—সাহানা। তাল—আড়াঠেকা।

কে তোমায় বলে হরি দয়াময়।
তুমি কঠিন কপট শঠ অতি নিরদয় ॥

বসুদেব আর মা দেবকী,
তাদের বাকী রেখেছ বা কি,
বুকে পাষাণ চাপা চোখে দেখি,
গেলে নন্দালয় ॥
পিতা নন্দ মা যশোদায়,
কি যাতনা না দিলে তায়,
প্রভাসে ক'রালে প্রহার,
প্রহরী দ্বারায় ॥
যে রাধিকা প্রেমে ম'জে,
কুললাজ পতি ত্যজে,
অবহেলে তায় কাঁদালে,
দিলে প্রেমের পরিচয় ॥
যে তোমারে ভালবাসে,
করনা বাস তার আবাসে,
বাঁধি কটি কাষায় ক'সে,
পথে পথে কেঁদে বেড়ায় ॥
না পেয়ে তব ভালবাসা,
কৃষ্ণদাস তাই ত্যজেছে আশা,
শত্রুভাবে দিও স্থান,
তব পদ-ছায়ায় ॥

রাগিনী—বেহাগ খাম্বাজ। তাল—একতালা

যেন কে ডাকে আমারে।
বুঝিতে না পারি আমি মোহের ঘোরে ॥

বদনে রদন-হীন, দৃষ্টি শক্তি ক্রমে ক্ষীণ,
উড়ায়ে শ্বেত-কেতন, জানায় সঙ্কেত ক'রে ॥
ইন্দ্রিয় শিথিল করি, করি একে একে নোটিস জারি,
জরা পেয়াদা পাঠায় এবার, ইস্তাহার জারি-তরে ॥
অলক্ষিতে বলে মোরে, এত ক'রে জানাই তোরে,
কৃষ্ণদাস তুই কি করিলি, যেতে ভবনদী পারে॥

রাগিণী—সুরট। তাল—একতালা।

এবার আমি তোমার শত্রু হব হে হরি।
শত্রুতা সাধন করিল যে জন,
দিলে তারে তুমি চরণ-তরি ॥
শুম্ভ-নিশুম্ভ বল প্রকাশে, কেশে ধরি তোমায় ঘুরালে আকাশে;
কালীরূপ ধরি, তারে কৃপা করি,
হরি, তরালে দুস্তর ভব-বারি ॥

হিরণ্যকশিপু ভাবি শত্রুভাব,
অনায়াসে করে ও চরণ লাভ,
রাবণ কুতূহলে, ত্বরা মুক্তি পেলে,
লইয়ে তোমার সীতারে হরি ॥

দেখ মাতুল কংস তব মাতা-পিতারে,
বক্ষে শিলা দিয়ে রাখে কারাগারে,
তারে মুক্তি দিলে, কি লীলা দেখালে,
হরি, পাঠালে ত্বরায় গোলক-পুরী ॥
জগাই মাধাই মিলি দুই ভাই,
মারে কলসীর কানা, তা কি মনে নাই?
তাহে রুধির বহিল, তবু কৃপা হ'ল,
জুড়ালে তাদের আলিঙ্গন করি ॥

শত্রুরূপে যদি ও চরণ মিলে,
হব শত্রু এবার কৃষ্ণদাস বলে,
না হ'য়ে অনুরক্ত, সাজিয়ে ভকত,
হরি বৃথা কেন তবে কাঁদিয়ে মরি॥

রাগিণী—সুরট। তাল—একতালা।

বসুদেব ভয়ে চমকিত।
উঠি নিদ্রাঘোরে, চতুর্দ্দিক নেহারে,
হেরে কোটী সূর্য্য যেন সমুদিত॥
বলে কি দেখি নয়নে, আছি কি স্বপনে,
সদাই সন্দেহ তাঁর হয় মনে মনে,
একি দেবমায়া, হেরি কার কায়া,
হই মায়া-মোহে আচ্ছাদিত॥
কিবা বরণ সুন্দর নব-জলধর,
ভৃগুপদ শোভে উরস উপর,
চতুর্ভুজে শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ,
গলে বনমালা বিভূষিত॥
বারেক ভাবে মনে দেবকী সুক্ষণে,
প্রসবিল পুত্র অমূল্য রতনে,
আবার ভাবে মনে, দৈত্যেরই পীড়নে,
বিবেক বিজ্ঞানে হ'য়েছি বঞ্চিত—
শিশু বলে বসু আর কিবা ভয়,
সত্বর আমারে রাখ নন্দালয়,
এলাম দুষ্ট দমনিতে, সাধুরে পালিতে,
কৃষ্ণদাস ক্লেশে হইয়া ব্যথিত॥

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—কাওয়ালী।

কিবা আনন্দিত আজ এই নন্দালয়!
দেখ ত্রিলোকের পিতা আজ নন্দ-পুত্র-রূপে উদয়!
বহিয়ে আনন্দস্রোত জগতে ভাসায়,
ভক্তবৃন্দে প্রেমানন্দে তাহে মগ্ন রয়,
বাজিছে মঙ্গল বাদ্য বিবিধ প্রথায়,
দেবগণ স্বর্গ হ'তে পুষ্প বরিষয়॥
গোপ নাচে, গোপী নাচে আর নাচে নন্দরায়,
গোলকের গোবিন্দ পেয়ে পৃথিবী নাচয়,
দেব নাচে, দেবী নাচে, নাচে যক্ষ সমুদয়,
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে দেবরায়॥
আনন্দে নাচিয়ে মেঘ, ঘন গরজয়,
আর প্রেম-অশ্রু বরষিয়ে বৃষ্টি-ধারা বয়,
যমুনা নাচিছে দেখ ঐ তরঙ্গ-মালায়,
কেবল কৃষ্ণদাস না নাচিয়ে, একা কাঁদিয়ে বেড়ায়!!

রাগিণী দেশ। তাল—ঝাঁপতাল।

আমার মন হের রে প্রাণ ভ'রে।
হরবামে হররমা, আজ একাসনে বিরাজ করে॥
মরি মরি কি মাধুরী,
এরূপ কভু নয়নে নাহি হেরি,
যেন রজত-ভূধরে ঘেরি,
অতসী ফুল-মালারে—

শোভে হর ভালেতে শশি-কলা,
মায়ের ভালে অলকা করে খেলা,
যেন গুঞ্জরে ভ্রমর-মালা,
ফুল্ল-কমল-উপরে ॥
কিবা হরভূষণ হাড়মালা,
গৌরীর হেম-জড়িত হীরামালা,
গলে দোলে বিল্বদল-মালা,
হেরে যম-যাতনা যায় দূরে—
শোভে হর-অঙ্গে বিভূতি,
গৌরীদেহে চন্দন ভাতি,
মরকত খচিত অতি,
আছে কাঁচুলি সাধে ঘে'রে ॥
শিব শিরে জটা-পিঙ্গল-কেশে,
মায়ের কেশ-কলাপ চরণ পরশে
অলিকুল সদা আকুল,
পদ-কোকনদ মধু তরে—
মিটাতে ভবের ক্ষুধা,
কৃষ্ণদাস পেলি রে সুধা,
ভব-ভবানী-পদ হে'রে,
বিনাশ ভব-জ্বালারে ॥

রাগিণী—পূরবী। তাল—জলদ একতালা

কে ও রমণী আধার কমল-বাসিনী।
অপরূপা বামা, নাহিরে উপমা,
যেন জগত মোহিনী ॥

দল চতুষ্টয়ে ব, শ, ষ, স লেখা,
চতুষ্কোণ তাতে ধরাচক্র আঁকা,
শূল অষ্ট তাহে আছে পরিবৃতা,
চতুর্ব্বাহুযুত, ঐরাবত-স্থিত,
ধরা বীজলং ধারিণী ॥
শিশুরূপী ব্রহ্মা ক্রোড়েতে রাখিয়ে,
বালার্ক সদৃশ তনু সাজাইয়ে,
লূতা-তন্তু সম আপনি হইয়ে,
ধরেছ মা নাম কুল-কুণ্ডলিনী ॥
ত্রৈপুর নামক ত্রিকোণ যন্ত্রে,
আছে কন্দর্প বায়ু বর্ণিত তন্ত্রে,
তথা জীবাত্মায় তুমি রেখেছ যতনে,
তোমার সঙ্গে রয়েছে দেবী ডাকিনী
লিঙ্গ-রূপী শম্ভু থাকিয়া ত্রিকোণে,
র'য়েছেন তিনি অধোবদনে,
শম্ভুলিঙ্গ বেরি, ব্রহ্মদ্বার রোধি,
শোভিতা র'য়েছ জগত-জননী ॥
সার্দ্ধ ত্রিতয়ে হইয়ে বেষ্টিতা,
শম্ভু-শিরোপরি রয়েছ শায়িতা,
সুপ্ত ভুজঙ্গিনী, জ্ঞান প্রদায়িনী,
চপলা-মালা সম রূপ-ধারিণী ॥
গুণাতীতা হ'য়ে ত্রিগুণ ধারিণী,
অতি সূক্ষ্মা হ'য়ে আনন্দরূপিনী,
জীবের আনন্দ প্রদানিছ তুমি,
হও কৃষ্ণের সদানন্দ দায়িনী॥

রাগিণী—আশোয়ারী। তাল—একতালা।

গাও বিভুগান, হ'য়ে এক প্রাণ,
মজ হে তাঁহারি পদে।

গাও তাঁরই নাম, খোঁজ তাঁরই ধাম,
ভুল না বিষয়-মদে॥

রচনা করিয়া এ বিশ্ব ভুবন,
করিছেন যিনি সৃজন পালন,
তাঁহারি প্রেমেতে হইয়া মগন,
মাত হে মন-আনন্দে॥

বেদাদি পুরাণ ষড়্ দরশন,
খুঁজে কভু যাঁর না মিলে দর্শন,
ঘন সৈন্ধ-বৎ মিশেছেন যে জন,
সংসার মায়ার হ্রদে—

হইয়া নির্লিপ্ত বাসনা রহিত,
স্থাবর জঙ্গম প্রতি অণুগত,
ওতপ্রোতভাবে সদা বিরাজিত,
মানসে পাবে দেখিতে॥

কাতর অন্তরে রামকৃষ্ণ কয়,
বিভু পদে মতি সদা যেন রয়,
এস, করিয়ে বন্দনা, করিহে প্রার্থনা,
সভয়ে অভয়-পদে॥

রাগিণী—বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

কে রে কামিনী ওই কমল বনে।
মূলাধার হ'তে উদিত স্বাধিষ্ঠানে॥
ধ্বজ-মূলে ষষ্ঠদলে, ব,ভ,ম,য,র,ল খেলে,
বিন্দুযুক্ত সুশোভিত ষড় বরণে॥
অর্দ্ধচন্দ্র চক্রাকৃতি, বং বরুণবীজ তথা স্থিতি,
শরচ্চন্দ্রমাবৎ মকর-বাহনে—
শ্রীবৎস-সুশোভিত, কৌস্তুভ-অলঙ্কৃত,
চতুর্ভুজ নারায়ণ, শোভিত পীত-বসনে॥
নীলপদ্ম-কান্তি জিনি, উন্মত্তচিত্তা রাকিনী,
নানা অস্ত্র ধারিণী বিভূষিতা বিভূষণে—
সবে ল'য়ে সশরীরে, চল মাগো মণিপুরে,
তব গমনে সঙ্গী কর, কৃষ্ণের অপান-প্রাণে॥

রাগিণী—সাহানা। তাল—আড়াঠেকা।

ওগো কুণ্ডলিনি! এলি কি মা মণিপুরে।
অধোমুখ নীলপদ্মে দশদল'পরে॥
অনুস্বার সুশোভিত, ডাদিফান্ত নাদ যুত,
ক্রমান্বয়ে বর্ণমালা প্রতিদলে বিরাজ করে॥
অগ্নির ত্রিকোণ মাঝে, বহ্নিবীজ রং বিরাজে,
মেষপৃষ্ঠে নবোদিত সূর্য্যসম প্রভা ধ'রে॥
(ঐ দেখ মা) বৃদ্ধরূপী ত্রিলোচন, ভস্ম-মাখা অরুণ-বরণ,
রুদ্র-মূর্ত্তি অবস্থিত বরাভয় ধারণ ক'রে॥

সর্ব্ব-মঙ্গল দায়িনী, রূপ ধ'রে মা লাকিনী,
চতুর্ভুজা শ্যামাঙ্গিনী, পীত-বসন ধারণ ক'রে—
মণিপুর লয় ক'রে, সকলে নে মা সশরীরে,
তবে চল অনাহতে, কৃষ্ণদাসে (মায়াপাশে) ত্রাণ ক'রে॥

রাগিণী—সারঙ্গ। তাল—কাওয়ালী।

ঐ চল মা অনাহত।
বন্ধুক পুষ্পবৎ সুশোভিত॥

হৃদিস্থলে দ্বাদশ দলে দ্বাদশবর্ণ বিরাজিত,
ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত সিন্দূর বর্ণে সুশোভিত,
পথ মধ্যে ষট্‌কোণ রয় বায়ুর মণ্ডল,
কৃষ্ণসার পৃষ্ঠে যং বীজ র য়ে সংস্থিত॥

বীজ মধ্যে করুণাময় ঈশানাখ্য শিবালয়,
তড়িৎ বরণা ত্রিনয়না কাকিনী দেবী তথা রয়,
অস্থিমালা ধারিণী হ'য়ে চতুর্ভুজারূপিনী,
পাশ-কপাল বরাভয় করে ক'রে ধৃত—

তড়িৎ কোটি সদৃশ আছে ত্রিকোণ মণ্ডল,
বাণ নামে শিব তথা স্বর্ণবৎ সমুজ্জ্বল,
দীপ কলিকামত, আছে জীবাত্মা সুশোভিত,
সকল সহ কৃষ্ণদাসে ল'য়ে হও মা বিশুদ্ধ-গত॥

রাগিণী—ভুপালী। তাল—যৎ।

জানি না আমার সে দিন কবে হবে।
অনাহত হ'তে আসি মা বিশুদ্ধে উদিত হবে॥

ষোল স্বর ষোলদলে, বিরাজিত কণ্ঠস্থলে,
পূর্ণ শশধরবৎ মনগগন মণ্ডলে যাবে॥

শুক্লগজ-অধিরূঢ়, ধরি পাশাঙ্কুশাভয়-বর,
হং বীজের ক্রোড়দেশে সদা শিব সহ মিলন হবে—
চতুর্ভূজা শর-শরাসন, পদ্মাঙ্কুশ করে ধারণ,
পীতবর্ণা শাকিনী মা, কৃষ্ণদাসে কোলে লবে॥

রাগিণী—মুলতানী। তাল—কাওয়ালী।

মন চল দ্বি দলেতে।
ত্যজিয়ে বিশুদ্ধ, হইয়ে বিশুদ্ধ কুণ্ডলিনী মায়ের সাথে॥
আজ্ঞাচক্র নামে ভ্রূ-মধ্যস্থলে,
দ্বিদল কমলে হ, ক্ষ, বর্ণ খেলে,
হাকিনী রূপিনী ষড়াননা মাতা,
দেখিবে তথায় বিরাজিতে॥
তদন্তরে পাবে তব নিজ স্থান;
ইতরাখ্য নামে গিয়ে শিবস্থান,
ধরি প্রণব ধনু, যুড়ি আত্ম-বাণ,
লক্ষ্য কর ব্রহ্ম বস্তুতে॥
নাদ-বিন্দু ভেদি সহস্রারে চল,
পঞ্চাশৎ বর্ণ যথা সমুজ্জ্বল,
আছে সু রতিতে মাতি, পুরুষ-প্রকৃতি,
(হে'রে) নরে নির্ব্বাণ পায় যাতে—
(গোঁসাই) রসিকানন্দ কয় পথ এ নয় সহজ,
ধর্‌তে যদি পার পথ সে সহজ,
(তবে) কৃষ্ণদাস তোরে, আস্‌তে হবে না রে ফিরে,
এ মায়াময় সংসারেতে॥

রাগিণী—সুরট্। তাল—একতালা।

আমার হলোনা হলোনা সে সুদিন।
ত্রিতাপ যাতনা, গেলনা গেলনা,
ক্রমে ক্রমে হলো এ তনু ক্ষীণ॥
সংসার প্রসঙ্গে, মজি নানা রঙ্গে,
না ভাবি ত্রিভঙ্গে, জুটিনু কুসঙ্গে,
সঁপি এ কাল মাতঙ্গে, না রহিলে সঙ্গে,
তারা হেরিয়ে এ ঘোর দুর্দ্দিন॥
করণ সকল ক্রমেতে দুর্ব্বল,
এখন কি করি তা বল, দিন যে ফুরাল,
জরাতে জারিল, এ খেদ রহিল,
(কভু) হরি পদে মতি না হলো লীন—
করিয়ে প্রণতি ডাকি না শ্রীপতি,
কি হইবে গতি ওহে প্রাণপতি,
ঘুচায়ে দুর্গতি রাখ যদুপতি,
নিকট হইল দীনের সে দিন॥
নাই ডাকিতে অভ্যাস, খুঁজে না পাই ভাষ,
শিখাইয়ে ভাষ, দাও হে পীতবাস,
শেষ ভিক্ষা চাহে দাস, হয়ো অন্তরে প্রকাশ,
যবে কৃষ্ণদাস হবে বাক্য-হীন॥

রাগিণী—বেহাগ খাম্বাজ। তাল—আড়াঠেকা।

প্রেম কি সামান্য রতন।
প্রেম তত্ত্ব জানে কেবল রসিক সুজন॥

এক প্রেমে দেখ ভৃঙ্গ সদা ফুলে রয়,
আর এক প্রেমেতে কীট গোময়েতে সুখী হয়,
প্রেম-বৃক্ষে দুটী ফল, একটী সুধা একটী গরল,
একটী খেলে অমর কেবল, একটীতে যায় জ্ব'লে জীবন ॥
এক প্রেমে দেখ চকোর চাঁদের সুধা খায়,
আর এক প্রেমে পতঙ্গ অনলে প্রাণ দেয়,
প্রহ্লাদ প্রেমেতে ম'জে, পায় স্থান পদ-সরোজে,
শুম্ভ নিশুম্ভের দেখ প্রেমে ম'জে হয় নিধন ॥
গোপী-প্রেমে মত্ত হ'য়ে ব্রজে কৃষ্ণ গো চরায়,
অন্য প্রেমে হলো দেখ সূর্পণখার নাসা-ক্ষয়,
(তাই বলি) বিষয়-প্রেমেতে কভু মজোনারে কৃষ্ণদাস,
হ'য়ে চতুর মথুরানাথের প্রেমে সদা সঁপ' মন ॥

প্রসাদিসুর। তাল—একতালা।

মন তবে তোরে ভালবাসি।
ক'রে শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ অনুধ্যান,
আমায় যদি করিস খুসী ॥
নয়ন করে রূপ দরশন,
করেছি তোর আশা পূরণ;
এখন হেরিতে সেই কাল বরণ,
(মন) যদি হও সদা প্রয়াসী ॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,
খাওয়ায়েছি তোয় অপ্রমেয়;
এখন আমার হ'য়ে প্রিয়,
যদি কৃষ্ণ বল জিহ্বায় বসি ॥

আতর গোলাপ ল্যাভেণ্ডার,
দিয়েছি গন্ধ কত প্রকার,
এখন লওরে নির্ম্মাল্যের ঘ্রাণ,
চরণ তলে সদাই বসি ॥
গীত-বাদ্য ক'রে শ্রবণ,
তুষিয়াছি তোমার মন,
এখন ক'রে শ্রবণ হরি-কীর্ত্তন,
আমার ধ্বংস কর পাপ-রাশি ॥
তসর-গরদ পোষাক-আদি
যোগায়েছি তোয় নিরবধি,
এখন কেবল তোরে সাধি,
লও পদ-রজ গায়ে ঘসি ॥
নানা রঙ্গে সদা নিঃশঙ্কে,
তোরে শোওয়ায়েছি খাট-পালঙ্কে,
এখন কৃষ্ণদাসে নিরাতঙ্কে,
শান্তি দাও পদ-প্রান্তে আসি ॥

রাগিণী -রামকেলী। তাল—একতালা।
রাণীর চমকিল প্রাণ।
প্রভাতে উঠিয়ে হে'রে দুয়ারে ঈশান
শিরে হানি করাঘাত,
বলে উঠ উঠ প্রাণ-নাথ,
এসেছেন উমা-নাথ,
আমার হরিতে পরাণ ॥

না হ'তে দশমী প্রবেশ,
ঐ বুঝি এলো হে নগেশ,
কাল-রূপে কলা-নাথ,
হ'রে ল'তে গৌরী ধন—
বিদায় দিয়ে প্রাণ-উমারে,
কি ধন ল'য়ে থাকি ঘরে;
সত্বর চল অচল,
ধরিগে গিরীশের চরণ ॥
কৃষ্ণদাসের এই নিবেদন,
রাখ যত্নে এ দরিদ্রের ধন,
অভয়ার ঐ অভয় চরণ,
দেখো যেন না হরে ঈশান ॥

রাগিণী—সুরট মল্লার। তাল—একতালা।
হরি এই ভয় সদা মানসে।
হেরি কালগত হলো কালাগত,
বল ত্রাণ পাই তায় কিসে ॥
পেয়ে অধিষ্ঠান হ'য়ে অহংবাণ,
না করি সন্ধান পে'তে আত্ম-ত্রাণ,
লভি নানা চেষ্টা, না করিনু চেষ্টা,
মরি কেবল এই আপশোষে ॥
আজন্ম করি করণানুগমন,
করিলাম হায় যত অকরণ,
কভু ত হলোনা হৃষীক দমন,
না ভজি সেই হৃষীকেশে;—

এখন রজ্জুরূপে তা'রা বাঁধে অষ্টপাশে,
ডাকিতে তোমায় সদা লজ্জা আসে,
ভ্রান্তিবশে তখন না করি স্মরণ,
মজেছিলাম বিষয়-রসে ॥
দৈব-শক্তি লভি দেবদ্বেষী হ'য়ে,
কাটাইনু দিন দীনেশে ভুলিয়ে,
এখন ভানুর নন্দন করিছে তর্জ্জন,
হেরি কাঁপে অঙ্গ ঘোর ত্রাসে ॥
কর্ম্মদোষে পাই অশেষ যন্ত্রণা,
তবু তব পদে মতি ত গেল না,
হ'য়ে অবিদ্যাগত হয়েছি কলুষিত;
কেমনে যাব তব পাশে—
দগ্ধ হ'য়ে সদা ভব তাপানলে,
ডাকে কৃষ্ণদাস পরিত্রাহি ব'লে;
নাহি ত্যজে পিতা কুপুত্র বলিয়ে,
ভরসা এই আশার আশ্বাসে ॥

প্রসাদীসুর।

রে দূত! আর কি তোদের ভয় রেখেছি।
আমি যখন শমন ভয় নাশিনী
অভয়ারে মা ব'লেছি ॥
মৃত্যুঞ্জয় যায় হৃদে ধরে,
তোরা করিবি বধ তার কুমারে?
দেখ দুর্গানামের কবচ প'রে;
অচ্ছেদ্য যে হ'য়ে আছি ॥

কি ভয় দেখাস্ আমায় বিকট,
ষট্ চক্রে আমার মা যে প্রকট,
তোদের তুচ্ছ অসি আমার নিকট,
আমি শ্যামাময় শরীর করেছি ॥
তোদের রাজার কি ঐশ্বর্য্য,
আমার মার যে ষড়ৈশ্বর্য্য,
যার পদৈশ্বর্য্য জগৎ-পূজ্য,
সেই ব্রহ্মময়ীর ছেলে হ'য়েছি ॥
কৃষ্ণদাস তাই বলি শুন,
গাওরে সদা শ্যামা গুণ,
যা'তে এড়াবি রে কাল্ শমন,
সেই রক্ষা মন্ত্র তোয় দিতেছি ॥

রাগিণী—মিশ্র ঝিঁঝিট। তাল—ঝাঁপতাল।

কে বটে নবীনা বামা ঐ হের কালীদহের জলে।
বিরাজে স্থিরা চপলামালা বিকচ কমল-দলে॥
আহা মরি মরি কি মাধুরী, মতি-ভ্রম হয় মায়ের রূপ হেরি,
আছে পদ-নখরে শশী পড়ি, অরুণ খেলে ঐ পদ-তলে ॥
মায়ের ক্ষীণ কটি কেশরী জিনি, গুরু উরু চারু নিতম্বিনী,
হৃদি পয়োধর-ভারে বামা, ঈষৎ বামে-তরে হেলে ॥
মায়ের মুখ জিনি শারদ-ইন্দু (শোভে) ভালে অলকা সিন্দূরবিন্দু,
যেন হাসি মধুর মৃদুমৃত, মাতঙ্গ উগারি গেলে ॥
বলে কৃষ্ণদাস বিনয় করি, বুঝিতে নারি কার এ নারী,
এ যে ত্রিনয়না, যায় না চেনা, জ্ঞান-নয়ন আছি দিলে ॥

রাগিণী—ভীমপলশ্রী। তাল—একতালা।

ওরে আমার অবোধ মন।
যদি বাঞ্ছা কর পেতে নিত্য-ধন॥
তাইতে তোরে বলি করি কৃতাঞ্জলি,
কেন হও দগ্ধ দারিদ্র্যেতে জ্বলি,
পাবে পূর্ব্বধন, কর অন্বেষণ,
বিজ্ঞতম জ্যোতিষী একজন—
লভ যদি সেই সর্ব্বজ্ঞ-প্রধান,
হবে তব গুপ্ত ধনেরই সন্ধান,
তিনি অতি সত্বরে, চিনাইয়া তোরে,
ক'রে দিবে স্থাননিরূপণ॥
করি বিশ্বাস-স্থাপন, কর মৃত্তিকা খনন,
কভু দক্ষিণেতে না করো গমন,
তথা জুটে কর্ম্মফল হ'য়ে বোল্‌তা ভীমরুল,
নিরবধি তোরে কর্‌বে নির্য্যাতন॥
পশিলে পশ্চিমে পড়্‌বি ঘোর ভ্রমে,
নিধি-সিদ্ধি-আদি ঘেরিবে মহা ধূমে,
তথা আছে এক যক্ষ, হ'য়ে ধনাধ্যক্ষ,
লইতে সে ধনে দিবে না কখন—
কদাপি উত্তরে করোনা খনন,
আছে মুক্তিরূপ উরগ ভীষণ,
ধরি কৃষ্ণকায় গ্রাসিতে তোমায়,
করিছে ব্যাদান বিকট বদন॥

হ'লে পূর্ব্ব-গামী হ'য়ে ধন কামী,
মহারত্ন লাভ করিবে হে তুমি,
শুন কৃষ্ণদাস বাণী, হ'য়ে কৃষ্ণধনে ধনী,
সুখেতে করিবি জীবন যাপন॥

রাগিণী—আশোয়ারী। তাল—কাওয়ালী॥

মন! যদি শান্তি চাওরে পেতে।
তবে শ্যাম তরুমূলে, থাক কুতূহলে,
ছেড়োনাকো কোন মতে॥
সুর-ভোগ্য এই শ্যাম কল্প-বৃক্ষ,
চতুর্ব্বর্গ ফলে ধর্ম্ম আদি মোক্ষ;
এ বৃক্ষের ফুল, ভুবনে অতুল,
সৌরভে জগৎ মাতে—
পত্ররূপে বেদ করে ছায়া দান,
ফল-শ্রুতি-পুষ্প বিতরয় ঘ্রাণ,
থাকহ সতর্ক, ধরিয়া সুতর্ক,
দেখো মজোনা সুবাসেতে॥
ভুজঙ্গ-শার্দ্দুল হ'য়ে অর্থ কাম ফল,
দেখো যেন তোরে গ্রাসে না কেবল,
ধরি জ্ঞান অস্ত্র, জপি ইষ্টমন্ত্র,
থাকরে সদা সাবধানেতে—
বাড়বে হৃদে বল ধর্ম্ম মোক্ষ ফল,
খেলে কৃষ্ণদাস হবিরে শীতল,
ঘুচবে ত্রিতাপ, হবিরে নিষ্পাপ,
র'বি মহানন্দে মহীতে॥

রাগিণী - সিন্ধু খাম্বাজ। তাল—দাদরা।

তোরা কে প্রেম লবি আয়।
"গৌর প্রেমের" হাট বসেছে এই নদীয়ায়॥
এ মহাপ্রেম অতি অমূল্য, জগতে নাই ইহার তুল্য,
কিন্‌তে লাগেনা মূল্য, (কেবল) এক মনেতে নিলেই হয়॥
এ প্রেম-সুধা শান্তি-ফল, খেলে অঙ্গ হয় শীতল,
গোলকের গোপ্য ধন, নিতাই এনেছে ধরায়—
এ প্রেমে নাই জাতি বিচার, চতুর্ব্বর্ণ সব একাকার,
(নাই) রাজা ফকির পৃথক তার, (সবে) সমভাবে প্রেম বিলায়॥
জগাই মাধাই এই দুজনা, প্রেম দিতে মারে কলসীর কানা,
নিতাইএর অপার করুণা, আলিঙ্গনে তাদের জুড়ায়—
কৃষ্ণদাস তুই পাপী ব'লে, কাঁদিস্ কেন মনের ভুলে,
ডাক গৌর-নিতাই ব'লে, (তোর) মহাযাত্রায় হবে সহায়॥

বাউল সুর।

যদি মদ খেতে তোর বাঞ্ছা থাকে আমার মন।
তবে চল ত্বরায়, এই নদীয়ায়, গৌর-নিতাই শুঁড়ির ভবন॥
দিয়ে গুরুদত্ত গুড় অহং ভাতে, মাখা'য়ে নিবৃত্তি-বাখর তাতে,
চড়ায়ে প্রেম-হাঁড়িতে, জেলে দিতেছে তাপ জ্ঞান-আগুন॥
বিবেক চোঙ্গ বুড়ি তাতে, এনে গ্যাস্ মন কলসীতে,
নিতাই করে চোলাই আপন হাতে, সদা ভক্তি বারি ক'রে সেচন॥
নিতাই-গৌরের খোলাভাটী, এতে নাই কিছু আঁটাআঁটি,
এ মদে নাইরে ভেজাল কেবল খাঁটি,
খেলে নেশায় করে প্রেম-উদ্দীপন॥

কৃষ্ণদাস তুই আয়রে ছুটি, কেন বেরাস্ ক'রে ছুটাছুটি,
ধর গৌরের ঐ চরণ দুটি, খেলে মদ পাবি ছুটি এড়াবি শমন ॥

রাগিণী—ভৈরব। তাল—কাওয়ালী।

মন তুই ভবরোগ হ'তে যদি চাস্‌রে বাঁচিতে।
তবে শীঘ্র করি, চল ন'দে পুরী, গৌর-বৈদ্যের বাড়ীতে ॥
তথা শ্রীবাসাদি অদ্বৈত, হ'য়ে সহকারী বৈদ্য,
পাকায় হরিনামের বড়ি, সদ্য (দুরারোগ্য) রোগ নাশিতে—
নিতাই ল'য়ে গদাধরে, মকরধ্বজ তৈয়ার করে,
চড়াই জিহ্বা-যন্ত্রে রাধামন্ত্র, ষড়-রিপুর বল জারিতে ॥
করি বিষয় কুপথ্য যোগ, হয়েছে তোর অসাধ্য রোগ,
আছে এ রোগ সারিবার সুযোগ, রাধা-কৃষ্ণ-নাম(সুধা-সিন্ধু)রসেতে—
ডাকে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি, ল'য়ে হরিনাম মৃত-সঞ্জীবনী,
বলে কৃষ্ণদাস আয় এখনি, যদি চাস্ (মৃত) দেহে প্রাণ পাইতে ॥

রাগিণী—মিশ্র রাজবিজয়। তাল—জলদ একতালা।

শান্তি-সুধাময় হরিনাম পিয় রসনায়।
হরিনামে হবি অমর, ভব-ক্ষুধা টুটে যায় ॥
শুনেছি এই নামের ফলে, অজামীল মৃত্যুকালে,
ডাকি পুত্রে নারায়ণ ব'লে, শমন-ভয় এড়ায় ॥
ত্রেতায় দস্যু রত্নাকরে, উল্টা রাম-নাম জপ ক'রে,
চলে গেল গোলোকপুরে, রাখিয়ে কীর্ত্তি ধরায় ॥
মূর্খ কালিদাস হলো কবি, বাণীর পদ সদা সেবি,
অস্তমিত নহে রবি, তাহারই যশঃ-প্রভায় ॥
কৃষ্ণদাস অতি নগণ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ভক্তি-শূন্য,
ভব-পারাবার হ'তে উত্তীর্ণ, বাঞ্ছা হরি-চরণ-কৃপায় ॥

রাগিণী—মিশ্রগৌরী। তাল—কাওয়ালী।

এ কার রমণী, বুঝি হর-ঘরণী।
বিশ্ব-প্রসবিনী মাতা জগত-পালন-কারিণী॥
চতুর্ভুজা সিংহাসনা, বালার্ক সম-বরণা,
প্রফুল্ল-কমলাননা, নাগ-যজ্ঞোপবীতিনী॥
নানালঙ্কার-শোভিতা, নারদাদি সংপূজিতা,
ত্রিবলিবলয়োপেতা, নাভিনাল মৃণালিনী—
আরক্তিম ত্রিনয়না, সম্পূর্ণ নবযৌবনা,
শোণিত সম বসনা, নমামি ভব-গেহিনী॥
শঙ্খ-সারঙ্গ-করা, পঞ্চবাণ-পদ্ম-ধরা,
প্রকৃতি-পুরুষাকারা, করি-অসুর-মর্দ্দিনী॥
জিনি রক্তোৎপল-জ্যোতি, জিত অরুণ চরণ দ্যুতি,
রতন ভাতি মলিন অতি, হেরি পদ-নখর-মণি—
কৃষ্ণদাস তোর কি দুরাশা, না করি পদ ভরসা,
কেমনে বারিবি তৃষা, না তারিলে কৈলাস-বাসিনী॥

রাগিণী—সাহানা। তাল—যৎ।

খেলনা দিয়ে আর কতকাল ভুলাইবি বল মা তাই।
ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে মরি সে দিকে তোর দৃষ্টি নাই॥
আশা-চুষি মোরে দিয়ে, রেখেছ মা বেশ ভুলায়ে,
আমি বিফলে মরি চুষিয়ে, কভু ত রস নাহি পাই॥
অজ্ঞান-দোলায় শোওয়ায়ে, মায়ার পুতুল তায় ঝোলায়ে,
রয়েছ নিশ্চিন্ত হ'য়ে, আর ছেলে ব'লে মনে নাই॥

খেলেছি মা অনেক খেলা, আর সয়না ভব-ক্ষুধার জ্বালা,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উতলা, এসে রক্ষ মাগো ডাকি তাই—
কোথা মা পাষাণ-তনয়ে, থেকোনা পাষাণী হ'য়ে,
তোষ কৃষ্ণদাসে স্তন্য দিয়ে, স্নেহের ডঙ্কা বাজাই॥

রাগিণী—ইমন ভূপালী। তাল—কাওয়ালী।

শ্রী পতি শ্রীপদে করি মিনতি।
রা রা থ রাথ রাঙ্গা পায় রক্ষ-কুল-অরাতি॥
ম ম সম অভাজনে, বিহীন সাধন-ভজনে,
কৃ পা কর অকিঞ্চনে, কৃপাময় জানি অকৃতী॥
ষ ড়্ রিপুর শাসনে, শঙ্কিত সতত প্রাণে,
ণ ত্ব-ষত্ব-জ্ঞান-বিহীন, নারায়ণে না করি নতি—
দা নব-দলন-কারী, বলি দৈত্য দ্বারের দ্বারী,
স দয় হ'য়ে স্বদাস ভেবে, দেহি সন্তানে সদ্গতি॥
সাং সারিক কুসংস্কারে, মোহিত মোহ-আঁধারে,
সিং হ-বাহিনী-সংসেবিত, পদে স্থান না পাই সম্প্রতি॥
হ র-হৃদয়-বিহারী, হিরণ্যাক্ষ-হননকারী,
পা ষণ্ড-পামরে তারি, পাপ হরি দাও পরাগতি—
রা ধা.কান্ত রাসবিহারি, রাজীবলোচন হরি,
নিবেদন এ দাসেরি, যেন পাই পদ ত্বরাগতি॥

রাগিণী—ভীমপলশ্রী। তাল—লোফা।

হরি হরি বল, দিন যে ফুরাল, মিছে কেন ভুল মায়াতে।
হরিনামে, পরিণামে, দিয়ে শমনে ফাঁকি, তুই হবিরে সুখী,
আর রবে না ভাবনা ভবেতে॥

হরি ভজিবারে, এলি সংসারে,
বৃথা ধন-জন পেয়ে ভুলিলি তাঁহারে,
সদাই হরি বল হরি বল, তাতে পাবি মোক্ষ-ফল,
ও তুই শমন-জাল হ'তে এড়াতে ॥
পেয়েছ মানব-জনম (সার),
হরি না ভজিলে পাবি না রে (আর),
বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ অন্তে কৃষ্ণ পাবি,
এ কষ্ট এড়াবি, সেই জননী-জঠর-(বাস) হ'তে
(ভবে) কৃষ্ণদাস সুখ পেলি না বলিয়ে,
তা ব'লে কি র'বি (নামে) বিরত হইয়ে,
বল হরে রাম হরে রাম,
তাতে আরাম পাবি, তুই শীতল হবি,
আর হবে না ত্রিতাপে দহিতে ॥

প্রসাদী সুর। তাল—একতালা।

হরি কাজ নাই আর জ্ঞান-বিচারে।
তোমার ধরম করম বেদ লোকাচার
আমার ত্বরা ক'রে লওহে হ'রে
বেদ-বেদান্ত-ন্যায়-স্মৃতি,
সাংখ্য-পাতঞ্জল শ্রুতি,
তারা বিচার ক'রে নেতি নেতি,
শেষে ক্ষান্ত হলো স্তুতি ক'রে ॥

কত যোগী-ঋষি ধ্যানে বসি,
কাটায়ে যুগ-যুগান্ত দিবা-নিশি,
করি তদন্ত, না পেয়ে অন্ত,
শেষে দেয় যোগ ছেড়ে ॥
কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে,
ভেসে সদা নয়ন-জলে,
হ'য়ে পাগল, বাজায়ে বগল,
যেন ক'টা দিন যায় গুঞ্জারে ॥

প্রসাদী সুর।

তবে দে'মা হৃদি শ্মশান ক'রে।
যখন বেদে লোকে সবাই বলে, শ্মশান বাসিনী তোরে ॥
ল'য়ে পাপরূপ কাষ্ঠরাশি, তাহে চিতা প্রস্তুত করে,
জ্বেলে দেমা জ্ঞানের আগুন জ্বলুক সদা ধুধু ক'রে ॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি, মনোবৃত্তি অহংকারে,
এ শবরূপে সব দগ্ধ কর মা, এই চেষ্টা কর্ম্ম করণেরে ॥
ভূত ল'য়ে বাস করিস্ বলে, তাও রেখেছি যোগাড় ক'রে,
ক্ষিতি অপ্ তেজ্ মরুৎ ব্যোম্, এই পঞ্চ মহা ভূতকে ধ'রে ॥
কৃষ্ণদাসের হৃদয়ক্ষেত্র, দিয়ে মহা শ্মশান ক'রে,
মা বিরাজ কর আনন্দময়ি, (আমি) থাকি মা তোর পদে পড়ে ॥

প্রসাদী সুর।

মন তোর বিকার কাট্‌বে কিসে।
সর্ব্বাঙ্গ ঘেরেছে তোর, সান্নিপাতিক বিষয়-বিষে ॥
দিনে দিনে বাড়্‌ছে রে রোগ, কেবল রে কুপথ্য দোষে,
পেয়ে কামিনীরূপ আমের আচার, দিবানিশি মর্‌ছ চুষে ॥

ধন আশা পিপাসাতে, তোর কণ্ঠ সদাই শোষে,
লভি পুত্রকন্যা, থাসা দধি, এখন বিকারে উঠ্‌লি ভেসে॥
কৃষ্ণদাসরে বাঁচতে আশা, যদি থাকে তোর মানসে,
তবে হরিনাম সুধাসিন্ধু, পিয়াও জিহ্বা থাক্‌তে ব'সে॥

মুলতান—একতালা।

রে মন! যদি এড়াবি মরণ।
তবে চ'ল ত্বরা ক'রে হৃদি-সাগর তীরে, ভক্তি-সুধা পানেরই কারণ॥
করি মন্থন-দণ্ড মন্দর মনেরে, রজ্জুরূপে ল'য়ে প্রাণ বাসুকিরে,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ডাকি দেবাসুরে, কর হৃদি-সাগর মন্থন—
বুদ্ধি উচ্চৈঃশ্রবা জ্ঞান ঐরাবৎ, চিত্তশুদ্ধি তাহে উঠ্‌বে পারিজাত,
নিধি সিদ্ধি আদি পাবি রত্ন কত, শান্তি-লক্ষ্মী লভিবি তখন॥
ধর্ম্মরূপ-বৃষ উঠিলে রে পরে, উঠ্‌বে অহংবিষ জগৎ ধ্বংশ তরে,
তখনি আসিয়ে বিবেক শঙ্করে করিবেন সে বিষ ভক্ষণ—
তখন স্বয়ং মুক্তি আসি হ'য়ে ধন্বন্তরি, উঠিবেন ভক্তি-সুধা ভাণ্ড ধরি,
মোহিনীরূপে আত্মা বঞ্চি সুর-অরি, (দীন) কৃষ্ণদাসে সুধা করিবে বণ্টন॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

এখন কোথা চলিলে।
কি দুঃখে মনের খেদে, সন্ন্যাসী সাজিলে॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রায়, উজলিয়ে এই ধরায়,
কাল-রাহু গ্রস্ত হ'য়ে, প্রভাহীন কি হ'লে—
পুত্র কন্যা প্রিয়া নারী, তেজ্য করি সাধের বাড়ী,
পাষাণে হৃদয় ধরি, বল কেন এমন হ'লে॥

নিত্য ধনে তুচ্ছ ভাবি, পাপ হ্রদে সদা ডুবি,
লভিলে রত্নধন, (ব'ল) তার সঙ্গে কি নিলে—
কৃষ্ণদাস কহিছে খে'দে, তাই বুঝে কি আপন হৃদে,
থাকি লাজেতে নয়ন মুদে, বসনে বদন ঢাকিলে॥

দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'লো, চলো আপন ঘরে যাই।
ফেলি খেলা চলো এই বেলা, নহিলে আঁধার বুড়ি ধর্‌বে ভাই॥
আর থাকিস্‌নে খেলায় ভুলে, চেয়ে দেখ্‌রে নয়ন মিলে,
সূর্য্য-মামা অস্তাচলে, ডূবি ডূবি কর্‌ছে ওই॥
আর করিস্ না ভাই অধিক দেরি কাল-আঁধারে নিলে ঘেরি,
(তখন) চিন্‌বিনারে আপন বাড়ী, (পথে) কেঁদে কেঁদে মর্‌বি তুই—
(তখন) কৃষ্ণদাস কি হবে কাঁদলে, এখন চল্ মায়ের কোলে,
ওরে ভয় ভাঙ্গাতে ত্রিজগতে, (ও তোর) মা বিনে আর কেহ নাই॥

সুধাই হরি পদে ধরি, এই কি তব করুণা।
যে জনম ধরি ভজে হরি, তার কি নয়নবারি মুছাও না॥
সেই পঞ্চ-পাণ্ডব দ্রৌপদী, সেবি পদ নিরবধি,
হয়ে রাজ্য ভ্রষ্ট নানা কষ্টে, তারা জীবনে সুখ পেলে না॥
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা দেবী, তব পদ সদা সেবি,
গেল দুখে জ্বলে রসাতলে, (সেই) খেদে প্রাণ আর রাখ্‌লে না-
কহে কৃষ্ণদাস করজুড়ি, বিষয়-সুখ না দাও হরি;
শেষে দিও হরি পদ-তরি, যেন ভবঘোরে ডুবিওনা॥

হায় হায় আমার এই কি হ'লো।
সাধ করি চিত্তে অচলে উঠিতে, পদ পিছলি পতন হ'লো ॥
প্রাণের ধ্রুবতারা লক্ষ্য ক'রে, বাহি তনু-তরী সংসার-সাগরে,
কালমেঘ উঠি আবরিয়ে দিটী, দিগ-ভ্রান্ত মোরে করিয়ে দিল ॥
জ্ঞানের ক্ষীণালোক লইয়ে করে, যাইতেছিলাম অজ্ঞান আঁধারে,
অহংমমেতিঝড়ে নিভায়ে দিয়ে তারে,ঘোরতমে ঘেরি বিপথে ফেলিল ॥
কৃষ্ণদাস বলে চরণে ধরি, বৃথা এ জনম গেলহে হরি,
পুনঃ যদি মোরে পাঠাও সংসারে, (তবে) দিওনা সঙ্গে মোর করম ফল ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

বলমা শ্যামা কেমন ক'রে বাস করি এই শত্রুপুরে।
আমার মিত্র ব'লে কেহ নাই মা, যেদিন তুই গেলি মা আমায় ছেড়ে ॥
কি সুখের ঘর সেই জানে মা, যার দুটী জায়া আছে ঘরে,
ওগো সদাই তারা দ্বন্দ্ব করে মা, কেবল আমার উপর ঈর্ষা ক'রে ॥
মিত্র রূপে আছে ছয় জন, (তাদের) সেবা করি যত্ন ক'রে,
তারা যে বিষকুম্ভ-পয়োমুখ, তা' জান্‌বো মাগো কেমন ক'রে ॥
দশজন আছে কর্ম্মচারি, তাদের বেতন দিই মা অকাতরে,
কিন্তু এমনি তা'রা নিমকহারাম, তাদের আমার কাজেই মাথা ধরে ॥
একজনেরে কর্ত্তা ক'রে, সংসারের ভার দিলাম তারে,
আমার সোনার সংসার ক'রে ক্ষার মা, সর্ব্বস্বধন লয় গো হ'রে ॥
কৃষ্ণদাস তুই মজিবি দোষে, শ্যামা মায়ের চরণ ছেড়ে,
ওরে বিষয়-বিষ খেয়ে রে তুই, কোন দিন প্রাণ হারাবি শত্রু করে ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

রে মন শত্রু ব'লে ভাবিস কারে।
আপনি আপনার শত্রু মিছে দোষ এ সবারে ॥
দশ ইন্দ্রিয় রিপু ষড়, শত্রু ব'লে জানিস্ যারে,
(দেখ) সোনাতে হয় কেয়ূর কুণ্ডল, সে সোণা বই আর কিছু কিরে?
মাটী জল তেজ বায়ু শূন্য, মন বুদ্ধি অহংকারে,
অষ্ট প্রকৃতি রূপে মা, বিরাজ করেন এই চরাচরে ॥
জীব আর জীবনী শক্তি, হ'য়ে পরাৎ-পরা দুই প্রকারে,
জগদ্ধাত্রী রূপে মা, রয়েছেন, এই জগৎ ধ'রে ॥
এক সূত্রে গাঁথা বিশ্ব, মণিমালার আকারে,
কৃষ্ণদাস তোর কর্ম্ম শত্রু, তাই চিনলিনারে সে মায়েরে ॥

চল ভাই ল'তে যাই, শ্যাম পদাশ্রয়।
যে যারে আশ্রয় করে, কভু নাহি ত্যজে তারে দেখ তার পরিচয়।
মীন আশ্রয় করি বারি, করে খেলা উজান ধরি,
কিন্তু মদমত্ত করি, তাহে ভেসে যায় ॥
সূর্য্যের আশ্রিতা হ'য়ে, কমলিনী জলে রয়ে,
থাকে প্রফুল্লিতা হ'য়ে, (কিন্তু) তাপে সলিল শুখায় ॥
কৃষ্ণদাস বলি তোরে, বরং বিশ্ব লয় হ'তে পারে,
কিন্তু তাঁরে যে আশ্রয় করে, কভু তার নাহি ক্ষয় ॥

এখন শ্যামে তবু হেরিনি।
অন্তরে আকুল হই কেবল বাঁশরি শুনি

জানি না কি জানে কালা, ভুলাতে অবলা বালা,
কুলনারী কুল রাখিতে নারি মনে করি হই কলঙ্কিনী ॥
শুনি ডমরুর ধ্বনি, চঞ্চল হয় যথা নাগিনী,
তেমতি আমি লো ধনী, বাঁশি শুনে হই উন্মাদিনী ॥
(আর) রহে না গো কুল লাজ, বুঝি হরে লো রসিক রাজ,
মন উদাসি হইতে দাসী, সদা চায় লো প্রাণ সজনী ॥
কৃষ্ণদাসও হ'তে দাসী, ওচরণ সদা প্রয়াসি,
করি শ্রবণ মেঘ গরজন, সুখি হয় যথা শিখিনী ॥

কেন ! যাইনু যমুনা কু'ল।
এক নিরূপমা বামা চপলা সমা, বদন দেখা'য়ে লুকালো ॥
ইসদ ভূরুর টানে, হানিয়ে নয়ন বাণে,
হিয়া জর জর করেগো আমার, সহিতা কেমনে বলো ॥
দেখাতে সরলা মতি, হাসিয়ে মধুর অতি,
পাতি আশাফাঁদ ধরি মনচাঁদ, সে ফিরিয়ে কভু না দিল ॥
কৃষ্ণদাস কহে বাণী, সামান্য নহে সে ধনী,
তাঁহারি কারণে এই বৃন্দাবনে, র'য়েছে ফুটি সে কমল ॥

সখি শ্যামে আজি হেরিনু।
ব্রজ রাখাল সনে গেল চরাতে ধেনু ॥
(কিবা) নবীন নাগর জলদকায়, রূপ হেরি শশি গগনে লুকায়,
লাজে রতিপতি আসি দ্রুতগতি, অভিমানে ত্যজে ফুলধনু ॥

চরণ যুগল'পর চাঁদের মালা, অরুণ গগন ছাড়ি পদে করে খেলা,
জিনি বেণু বীণা আর পিক্ ধ্বনি, পদে নুপুর করে রুনু রুনু ॥
ধন্য ধন্য মানি এ ধরণী ধনী, অনায়াসে পেলে চরণ দুখানি,
কৃষ্ণ দাসানুদাস এ কৃষ্ণদাস, সদা চাহে হ'তে ও চরণ-রেণু ॥

আমি শ্যামে কেন হেরিনু।
না হেরিয়ে ভাল ছিনু, হেরিয়ে আপন হারানু ॥
স্থলে কি জলে অনলে, অনিলে আকাশ তলে,
লতায় পাতায় ভূধর কায়, সকলেতে হেরি যে কানু ॥
করি অঙ্গ অধিকার, কি কব অধিক আর,
শিরায় শিরায় রুধির কণায়, সদা বিরাজে কানু ॥
কৃষ্ণদাসেরই বাণী, শুন রাই কমলিনী,
শ্যামে সর্ব্বকায় দেখে গো ধরায়, অনুরাগী হইলে কানু ॥

আমি কেমনে ধৈরজ ধরি,
হেরিয়ে কিশোরি পাশরিতে নারি, অনঙ্গ শরেতে মরি ॥
সে বিধুবদনী-বালা, যেন গাঁথনি কুসুম-মালা,
আমি সদা মনে করি সযতনে ধরি, হিয়ার মাঝারে পরি ॥
ওসে অল্প বয়সী ধনী, বরণ কষিত কাঞ্চন জিনি,
তার উরস উপর চারু পয়োধর, জগজন মন হারি ॥
সখি ব'লনা এখন কি করি, আমি পাব কি সে নবীনা নারী,
(পদে) কৃষ্ণদাস বলে (কেন) ভাস অশ্রুজলে, আমি মিলাব রাই পদধরি ॥

আমার! কই কই সে কমলিনী রাই।
আমি যাহার গুণ সদা বাঁশিতে গাই॥
যে রাধার তরে নরদেহ ধ'রে, (রাখি) জনক-জননী কংস কারাগারে,
আনন্দ অন্তরে আসি ব্রজপুরে, (দেখ) নন্দগোপ বাধা শিরেতে বই॥
যাহার লাগি গোলক ত্যজিয়ে, অবনি আসি রাখাল সাজিয়ে,
চূড়া ধরা পরি পাঁচনি করে ধরি, ঘুরি বনে বনে গোধন চড়াই॥
যাহার প্রেম ডোরে উদখল প'রে, বাঁধা থাকি আমি যশোমতি করে,
যে চরণ আশ করি কৃষ্ণদাস, জীবন যাপিছে আকুল হই॥

ছি ছি সখি লাজে মরে যাই।
সরমে পুড়ি সহিতে নারি, জলে ধুলে জ্বালা কভু যাবে নাই॥
আজ গোধুলি সময় কালে, যাইয়া যমুনা জলে,
কুলে বাস ফেলি করি জল কেলি, লুকা'য়ে তনু দেখেছে কানাই॥
কি কব দুঃখের কথা, আমার হৃদয়ে হে গাঁথা,
ক্ষিতি বিদরিলে যাই রসাতলে, এ মুখ আর কারে না দেখাই॥
কহে কৃষ্ণদাস করযোরে, বাজ হানিয়ে লাজ শিরে,
গিয়ে ধীরে ধীরে কানুরূপনীরে, তবে কেন ডুবিলে না রাই॥

(আজ) কেন যাইনু যমুনা-তটে।
এক নবিনা নাগরী তাহারে নেহারি, আমার পরাণ কাঁদিয়া ওঠে॥
তার বদন অমল-কমল, নহে শারদ-শশী সমতুল,
সে কঞ্জ নয়নে ভূষিত অঞ্জনে, তারে হেরিয়ে হৃদয় ফাটে॥
তার গলেতে মতির মালা, যেন সুরধুনী করে খেলা,
চারু পয়োধর গুরুগিরিবর সেই হৃদি-ভূমি ভেদি ওঠে॥

একে করি-অরি জিনি কটি, তাহে আঁটিয়াছে নিলশাটী,
সদা প্রাণে ভয় অনঙ্গেরই বায়, পাছে ভাঙ্গিয়া ভুমেতে লোটে॥
গুরু-উরু-রম্ভা-তরু জিনী, চরণ স্থল-কমলিনী,
পদে কৃষ্ণদাস হ'য়ে চিরদাস, যেন মধুকর সম লোটে॥

ধনী করিয়ে আইলি কি?
হইয়ে অবলা এত কি প্রবলা, পুরুষ বধের ভয় করনা কি॥
তাহারে দেখা'য়ে উরোজ তোর, বাঁধিলি সখি দিয়ে প্রেমের ডোর,
হানি নয়নবাণ বধিলিলো প্রাণ, কানাই বাঁচে বা না বাঁচে কি॥
যখন গোধুলি সময় বেলা, সখি মিলে ছিলে করিতে জল খেলা,
অঙ্গে নাহি দিলি বাস হেরি পীতবাস, ছি ছি একাজ করিলি কি॥
পড়িয়া তোর রূপেরই ফাঁদে, কানাই রাই রাই বলে কাঁদে,
যেন চিত্রিত পুতলি, আকুলি ব্যাকুলি, সদাই আকাশে দেখিছে কি॥
হয়ে রাজসুতা এ নহে উচিত, করি যোড়হাত কর কানু হিত
থাকি রাই পদ তলে কৃষ্ণদাসে বলে, নহিলে এ তোর ধরমে সহিবে কি।

কি কথা শ্রবণে শুনালি বলাই।
আমি যে নাগরে হেরি সদা পুড়ে মরি, মোর তরে কি কাঁদে সে কানাই॥
যেই পদ লাগি নারদ বৈরাগী, শুকদেব সুখী হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী,
ব্রহ্মা ব্রহ্মচারি, শঙ্কর ভিখারি, (বেরায়) শ্মশানে মশানে মাখিয়ে ছাই॥
এ মরতে কত কোটী নরনারী, যে চরণ বাঞ্ছা সদা হৃদে ধরি,
কাটাইছে কাল দিবা বিভাবরী, আমি ত কি ছার গোপিনী রাই॥
যাঁর বেণু শুনে ধেনু ফিরে বনে, যমুনা নাচিয়ে বহে গো উজানে,
সে পীত-বসনে হৃদি-পদ্মাসনে, বসা'তে কভু কি পাবে এ রাই॥

মূলে এক ছিলে ভকতে তারিতে, (আসি) সম্বিত হলাদিনী যুগল রূপেতে,
হও উভয়ের রূপে উভয়ে মোহিত, (এ দীন) কৃষ্ণদাস ক'বে বুঝিবে তাই ॥

ধনী মুছ গো নয়ন জল ।
ঐ তোর শ্যামরূপ প্রেম-তরুতে, ফুটেছে আশার ফুল ॥
তরুর যতন করোগো সদা, তোর মিটিবে প্রেমেরি ক্ষুধা,
ভালবাসা-জল ঢাল অবিরল, ত্বরাতে পাইবে ফল ॥
তরু হইয়ে বিনোদ কানু, ল'য়ে মলয়ানিল বেণু,
ডাকিতেছে তোরে সঙ্কেত করে, যেতে নিকুঞ্জ-কাননস্থল ॥
কহে কৃষ্ণদাস কর যুড়ি, নহে উচিত করিতে দেরি,
মোরে সঙ্গে করি চলোগো কিশোরী, তাপিত প্রাণ হ'তে শীতল ॥

বেহাগ—একতালা ।

সখিরে আমায় বলো ।
পরাণ আকুল চিত চঞ্চল
কেমনে যাইব সেই সঙ্কেত-স্থল ॥
একে ঘোরা তিমিরা গভীরা যামিনী,
তাহে আমি হই কুলের কামিনী,
কভু নাহি চিনি বনের সরণী,
না জানি ভালে বিধি কি লিখিল ॥
বিকট তক্ষক নাদ পেচকের ধ্বনি,
ফেরু ঝিল্লিরব সদা কর্ণে শুনি,
আতঙ্কে প্রাণ শিহরে লো ধনী,
ভাবি বন শ্বাপদ-সঙ্কুল ॥

অনঙ্গ পীড়নে হইয়ে পীড়িত,
হিয়া দুরু দুরু করে অবিরত,
শক্তিহীন হ'লো চলিবারে পদ,
ক্রমে আমি হইলো দুর্ব্বল ॥
কণ্টকাকীর্ণ সেই অরণ্যানী,
সদা বিচরণ করে কাল-ফণি,
কেমনে যাইব যথা নিলমণি,
বুঝি শ্যাম-প্রেম কাল্ হ'লো ॥
আনন্দিত হ'য়ে কৃষ্ণদাস কয়,
তুচ্ছ বাধা বিঘ্ন কেন কর ভয়,
হবে তব জয় স্মরি রসময়,
প্রেম-আয়ুধে কাটিয়ে চলো ॥

বেহাগ—একতালা।

চলে রাই অভিসারে।
প্রেম-পুলকে হইয়ে পুরিত,
পথ-বিপথ নাহি নেহারে ॥
পতিকুল-লাজে দিয়ে জলাঞ্জলি,
বিঘ্নবাধা-আদি বাম-পদে ঠেলি,
(চলে) গজেন্দ্র গমনে যথা বনমালি,
যেমতি নদী ধায় সাগরে ॥
কেয়ূর কুণ্ডল গজমতি হার,
ভার বোধে ধনী করি পরিহার,
শঙ্খ কর চূর, কিঙ্কিনী কটির,
ধ্বনি ভয়ে ধনি ত্যজি নূপুরে

বিগলিত কেশ স্খলিত বসন,
উন্মাদিনী বেশ করিয়ে ধারণ,
কৃষ্ণগত প্রাণে ধায় বিনোদিনী,
যথা নাগিনী মণি রাখিয়ে দূরে॥
কৃষ্ণদাস কহে ভাসি অশ্রুজলে,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় সর্ব্বত্যাগী হ'লে,
তাই ত্যাগ সীমা দেখাইতে রামা,
আইলেন এ ব্রজ-রাজপুরে ॥

সুবল বলনা কেন এলোনা, সে মৃগ নয়না পঙ্কজ-মুখী।
তাহারি কারণে এ কুঞ্জ-কাননে, আছি আশাপথ সদা নিরখি ॥
(এখন) আমিরে ভুলেছি ভ্রমেরই বশে, নলিনী কভু ধায় কি অলির পাশে,
গগনের শশী ল'য়ে সুধা রাশি, আসে কি করিতে চকোরে সুখী॥
পিপাসায় কাতর হয় পথিক যদি,
তার পিপাসা নাশিতে আসে কি তড়াগ আদি,
সাধ্য কখন সাধে কি সাধককে, মণি কভূ কি যাচে বণিককে ?
কহে কৃষ্ণদাস হইওনা নিরাশ, এখনি পুরিবে তোমারই আশ,
হবে যুগল মিলন কর দরশন, যদি:শমনে দিবিরে ফাঁকি ॥

শ্যামের চঞ্চল চিত নিরখি, হ'লো রাই সরোজিনী বিকশিত।
তখন শ্যামরূপ অলি গুঞ্জন ধ্বনি ভুলি, হ'লো মকরন্দ গন্ধে বিমোহিত॥
উভয়ের রূপ উভয়ে নেহারে, নাহি নয়নে পলক পরে,
মুখে বাক্য নাহি সরে আকুল অন্তরে, হ'য়ে প্রেম পুলকে পুরিত ॥

দারুণ সম্মোহন বাণে, উভয়ে মোহিত উভয় প্রাণে,
যথা কুরঙ্গ কুরঙ্গী শুনি ব্যাধ সারঙ্গী, রহে হইয়ে হত-চেত ॥
তখন মোহিত নাগর নাগরী হেরি, কহে কৃষ্ণদাস চরণে ধরি,
ওহে মোহিনী-মোহন করি মায়াতে মগন, আর করাইওনা যাতায়াত ॥

আজ ভকত চকোরে ক্ষুধা বারিবারে, লইয়ে সুধার রাশি।
বিনাশি তমসি শ্যামাকাশে আসি, উদিত হ'লো রাই-শশী ॥
হইয়ে গোপিনী তারার পাঁতি, রাইয়ের বাড়ায় জোছ্না ভাতি,
এ নহে সেই শশধর যে গ্রাসিত রাহুর, এ যে হরিণী হীনা পূর্ণ শশী ॥
তখন মন্দ মন্দ মলয় বায়, সুধিবৃন্দ সুধা গন্ধে মোহিত হয়,
তারা প্রাণ ভরিয়ে অমিয় পিয়ে, জুড়ায় ত্রিতাপ যাতনা নাশি ॥
কৃষ্ণদাস তাই করি দরশন, সুধা পান তরে করে আকিঞ্চন,
যথা চর্ম্ম-চটিকা আকাশে উঠি, হয় সুধা পান অভিলাষী ॥

কে আনি এ শ্যাম-তরু রোপিল যমুনা-তীরে।
সহ গোপিকা রাধামাধবী, সাধে ঘেরেছে সহকারে ॥
যুড়াতে তাপিত কায়া, অতি শীতল ধরি ছায়া,
আছে দাঁড়ায়ে শাখা প্রসারি, কাতর জীবের তরে ॥
জীবে হ'য়ে অনুকুল, ধরিয়ে তরু চারি ফল,
বাঞ্ছামত সদা বিতরে, করে না নিরাশ কারে,
প্রেমরূপ যমুনাবারি, সতত সিঞ্চন করি,
কৃষ্ণদাসকররে আশ, ভব-ক্ষুধা নিবারিবারে ॥

রহে রাস রসিকা রসবতী রাধে।
সুরত রতিতে রত রসাস্বাদে ॥
(সহ রসিক-রতন রাস-বিহারী,
রাসে রহে রাই রাসেশ্বরী,
সুরত-রঙ্গিনী রস রঙ্গধরি,
রহে রমন রঙ্গ-রসের হ্রদে ॥
(রাইয়ের) রতনে রঞ্জিত রতন তনু,
রূপ হেরি রথ রাখয়ে ভানু,
রতি পতি ভোলে, রতি রূপ রাশি,
রজনী-রঞ্জন লুকায় নিরদে ॥
রুণু রুণু করে রতন নুপুর,
রসে রঞ্জিত-পদ তম করে দূর,
রামকৃষ্ণ রটে রাতুল চরণে,
যেন রতিমতি রহে রাজিব পদে ॥

(আজ) মণিময় মন্দিরে মোহিনী-মোহন।
(হলো) মানময়ী রাইসহ মধুর মিলন ॥
মোহন মুরতি মুনি মন হারি,
মরি মরি হেরি মধুর মাধুরি,
মরমে মরিয়ে মার ম'রে পুড়ি,
মহেশ মহা রোষে মানিয়ে কারণ ॥
মল্লিকা মালতী মাধবী মুকুলে,
মধু-লোভে মজে, মধুকর কুলে,
মেঘ-দামিনী হেরি ময়ূর ময়ূরী,
মদনানন্দে করে মধুর নর্ত্তন ॥

মৃদু মৃদু বহে মলয়ানিল,
মধুময় মিলন (গায়) পঞ্চমে কোকিল,
মন্দমতি অতি এ মর কৃষ্ণদাস,
কর মরণ মোচন হে মধুমর্দ্দন ॥

মনে-প্রাণে মিশি আঁখি মিলে দেখ, জুড়াবে তাপিত তনু-মন।
সারাটি জীবন যে সাধ পুষিয়ে, রেখেছ এ দুর্ব্বহ-জীবন ॥
আমরি কি যুগল মাধুরী গো, দাঁড়া'য়ে কদম্ব মূলে,
যেন নীল জলদে চপলা ঝলকে, মুনিজন মন ভোলে—
কিবা অপূর্ব্ব শোভার মেলা, করে চাঁদ-চকোরে খেলা,
কত কোটী ঝুড়ি কাম মরে পুড়ি, হেরিয়ে মধুর মিলন ॥
কিবা যুগল মুখ-কমল গো, (তাহে) আঁখি খঞ্জন ক্রীড়া করে,
ভালে অলকা মণ্ডিত তিলকে রঞ্জিত, শিখিপাখা শোভে চূড়ে—
খেলে শ্যাম-হৃদে বনমালা, রাই উরোজ বেড়ি মতি-মালা,
যেন কাম-কম্বু ভড়ি ঢালি জহ্নুবারি, করিছে স্বয়ম্ভু পূজন ॥
কিবা গুরু উরু কটি ডমরু গো, তাহে নীল পীতবাসে ঘেড়া,
যেন হেম তারে লইয়ে নীলারে, গেঁথেছে মালার ছড়া—
যিনি তরুণ অরুণ চরণ ভেলা, পেয়ে কৃষ্ণদাস কেন কর হেলা,
তরিবার তরী ধর সার করি, যদি এড়াবে গমনাগমন ॥

রাধা। প্রাণ বিনিময়ে পদছায়া দিয়ে, রেখো যতদিন তনু রবে।
কৃষ্ণ। জীবনে মরণে রব বাঁধা প্রাণে প্রাণে, কভু বিচ্ছেদ নাহিক হবে
রাধা। চরণের দাসী বলে, রেখহে চরণ তলে,
• যেন ভাসাইওনা মোরে, নয়নের নীরে, ফেলায়ে দুখার্ণবে ॥

কৃষ্ণ। দেখ তব নাম লিখি চূড়ে, ধ'রেছি আপন শিরে,
যুগে যুগে রব, চরণ সেবিব, যাবত রবি শশী রবে ভবে—
পদে কৃষ্ণদাস তবে বলে, রাই ভুলনা কপটের ছলে,
হ'লে শ্যাম অনুরাগী, হবে দুঃখ ভাগী,
(শ্যাম) কারে সুখেতে রেখেছে কবে॥

ভৈরবী—একতালা।

রাধা। বিদায় দাও প্রাণ নাথ! আসি হে এখন।
বিরহ রবির তাপে, যদি তনু মোর থাকে,
তবে দিনান্তে নিশাতে, হবে উভয়ে মিলন॥

কৃষ্ণ। ত্যজি সাধে সাধে এ সুখ শর্ব্বরী,
বিষাদ-সাগরে ডুবাইওনা প্যারী,
কেমনে বিদায় দিব প্রাণেশ্বরী,
দরিদ্র পাইলে ত্যজে কি রতন—

রাধা। দেখ মলিন হইল খদ্যোতিকা-দ্যুতি,
প্রভা হীন হ'লো দীপশিখা ভাতি,
হীন জ্যোতিঃ ঐ তারাকুল-পতি,
ঊষা ভাবি করে বিহগে কুজন॥

কৃষ্ণ। তব অনঙ্গ পীড়নে ব্যথিত শরীর,
শ্রান্তি লভ সেবি প্রভাত সমীর,
কোকিল কাকলী পাপিয়ার স্বর,
শুনি ফুলে ফুলে অলির গুঞ্জন—

রাধা। একে আমি হই কুলবতী নারী,
ঘরে আছে তাহে ননদী শাশুরী,
কৃষ্ণদাসে বলে কলঙ্ক তোমারি,
হবে জাগিলে পুরবাসিগণ ॥

কৃষ্ণ। রাই কেন কর কলঙ্কেতে ভয়।
আমার প্রেমে মজলে পরে, কভূ কি তার কলঙ্ক রয় ॥

রাধা। আমি কুলবতী তাহে যুবতী, করি সদা লোক লাজ ভয়।

কৃষ্ণ। আমার আপন হ'তে হ'লে, এ তিন না ত্যজিলে নয় ॥

রাধা। আছে প্রতিবাদী ননদী, শাশুরি বাঘিনী প্রায়,

কৃষ্ণ। এ সকল ত্যজি যে হয় আমার, কি করিবে প্রতিবাদী আমি রাখি তায় ॥

রাধা। সরল প্রাণে ডরি আয়ানে, জান কি সে পতি মম হয়,

কৃষ্ণ। ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে, আমি বই পতি কেহ নয় ॥

রাধা। সমাজ বন্ধনে আছি বাঁধা, বল বল কেমনে টুটিব তায়,

কৃষ্ণ। (যথন) মোর নামে কৃষ্ণদাসের, ভব-বন্ধন মোচন হয় ॥

হরি তোমায় ভালবেসে, ভালবাসি কই।
আমার যে ভালবাসা, নাই স্বার্থ মাখা বই ॥
আমায় ভালবাসি বলে, তোমায় ভালবাসি ছলে,
সে ভালবাসায় কি ফল ফলে, কেবল ভালবাসা লই ॥
তোমারে ভালবাসি, কত আশা হৃদে পুষি,
পূর্ণ হ'লেই হই খুসি, নইলে জ্বলে যাই ॥
কোন ভালবাসা বাসিলে, বল হরি তোমায় মেলে,
সে ভালবাসা কি মূলে, পৃথিবীতে নাই ॥
কৃষ্ণদাস ভালবাসা, যদি শিক্ষা কর আশা,
কর গোপি-পদে বাসা, তোরে শিখাবে তা রাই ॥

রাগিণী—বেহাগ খাম্বাজ। তাল—আড়াঠেকা।

হরি আমার শেষ নিবেদন।
আমি নহি অধিকারী, ভেবে অধিকারী,
হরি আমায় দিও হে চরণ॥
জীবনান্ত-বাসরে, থেকোনা অন্তরে,
মোরে কৃপা ক'রে, থেকোহে অন্তরে,
যেন শমন-কিঙ্করে, বাঁধে না আমারে,
শ্রীপদে ভার করিনু অর্পণ॥
(আমার) আত্মীয়-স্বজন করিয়ে ক্রন্দন,
দেখো যেন নাহি করে জ্বালাতন,
(আমি) তখন ভরিয়ে নয়ন, (যেন) করি নিরীক্ষণ,
রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ॥
যখন হইবে জড়তা ওহে জগৎ-পিতা,
তখন আসি কর্ণমূলে হ'য়ে মন্ত্র-দাতা,
(আমার) নাশিয়ে পশুতা, দিয়ে পবিত্রতা,
রাধাকৃষ্ণ নাম করাইও শ্রবণ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়ে এ তনু সাজায়ে,
বদন ভরিয়ে (তব) পাদোদক পিয়ে,
'গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্ম' উচ্চারিয়ে,
(যেন) জাহ্নবী-জীবনে যায় এ জীবন—
ধরি ঋষি পক্ষ গুণ করি ব্রহ্ম নিরূপণ,
সে স'নে করে কৃষ্ণদাস এ সঙ্গীত রচন,
তারে জানিয়ে নির্গুণ, হ'য়ে সকরুণ,
(চরমে) পরম-পদে স্থান করো'হে প্রদান॥

সমাপ্ত।